দাম : পনের টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ৯ জুন - ২০১৪।। ২৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

CONGRATULATIONS
MR. NARENDRA MODI
Heartiest Congratulations to Mr. Narendra Modi on becoming the 15th Prime Minister of India.
With this spectacular victory, India has pledged its confidence to your vision and leadership.
May you successfully lead the nation on the path of development and progress.
smc
Moneywise. Be wise.
CALL 1800-11-0909 (TOLL FREE) TEXT 'SMC' TO 56677 EMAIL INFO@SMCINDIAONLINE.COM
SMC Comtrade Limited - CIN No.: U67120DL1997PLC188881
REGISTERED OFFICE: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005 • Tel +91-11-30111000 • Fax +91-11-25754365
REGIONAL OFFICES: MUMBAI • KOLKATA • AHMEDABAD • CHENNAI • HYDERABAD • INTERNATIONAL OFFICE: DUBAI
Disclaimer: Investment in commodities market are subject to market risk.

AMD GROUP

The Crowning Glory

WE PROVIDE COMPLETE PACKAGING SOLUTIONS

ESTD. SINCE 1985

AMD Industries Limited. – Plastic Division

The AMD Group, in pursuit to provide total solutions in packaging has ventured into the growing PET market by setting up **PET PREFORM** & **CSD CLOSURE** Project.

Commercial production commence in March 2002 for PREFORMS & 2003 for CLOSURE.

Preform :

- State-of-the-art machinery and advanced technology from KRAUSS MAFFEI, Germany – world leader in plastic technology.
- Fully automated, high speed and high efficiency machines.
- Special screw for low shear.
- Indexed cooling for superb finish.
- Completely dust free environment.

CSD Closures :

Latest generation machine from SACMI IMOLA, ITALY

- Cap Design from FULLY TOP, the World Leader in this Technology.
- Compression Molded, 2 pc closure.
- Double Lip liner for better Gas retention.
- Continuous T.E. Bend

WELL equipped quality control laboratory.

AMD Industries Limited – Crown Caps Division

AMD Group is a leading supplier of crown caps to user Industries.

- Modern zero-error automated machines from SACMI Italy.
- Dry Blend Technology.
- Double Lip Liner.
- In-house Designing, Lithography, Plate making and Printing facility.
- Well equipped laboratory with all the latest testing and quality control equipment's.
- Automated online Inspection. Dust Free Environment.

Picture showing Double lip liner

* An ISO 9001 Company
* System Supplier For Packaging Material
* O.E. Suppliers to Breweries, Carbonated Soft Drinks, Milk & Water

AMD Industries Limited

First Floor,18-Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi: 110 005

Tel: 0091-11-46830202 (30 Lines) Fax: 0091-11-2875 3591

Email: amdgroup@amdindustries.com or Visit us at: www.amdindustries.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় : প্রত্যাশার সূযোর্দয় — ৭

মোদী মডেল মানে উন্নয়ন : তথাগত রায় — ৯

জন্ম নিল ভাইব্রান্ট ভারত : সুন্দর মৌলিক — ১১

হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতির জয় : অমলেশ মিশ্র — ১৩

এই প্রথম প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সরকার এবং দেশবাসীর প্রত্যাশা: দেবীপ্রসাদ রায় — ১৫

নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ নরেন্দ্রভাই মোদী : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯

নতুন ভারতের দিকে পদক্ষেপ মোদীর : অর্ক ব্যানার্জী— ২৪

বিদেশনীতির প্রথম সাফল্যে বাড়ছে মোদীর যশ : তরুণ বিজয়— ২৭

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে মোদীর জয় : ২৯

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে দশসূত্রী চ্যালেঞ্জ: তারক সাহা — ৩০

স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে মোদীর অভিনব উদ্যোগ: ৩৩

মোদী সরকারে নারীশক্তি : ৩৫

মোদীর ক্যাবিনেটে ১১ জনই প্রথমবার মন্ত্রী : ৩৭

গঙ্গার জন্য মোদীই দ্বিতীয় ভগীরথ — উমা : ৩৯

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা,

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৬, ৯ জুন - ২০১৪

দাম : ১৫ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015
R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website :
www.eswastika.com

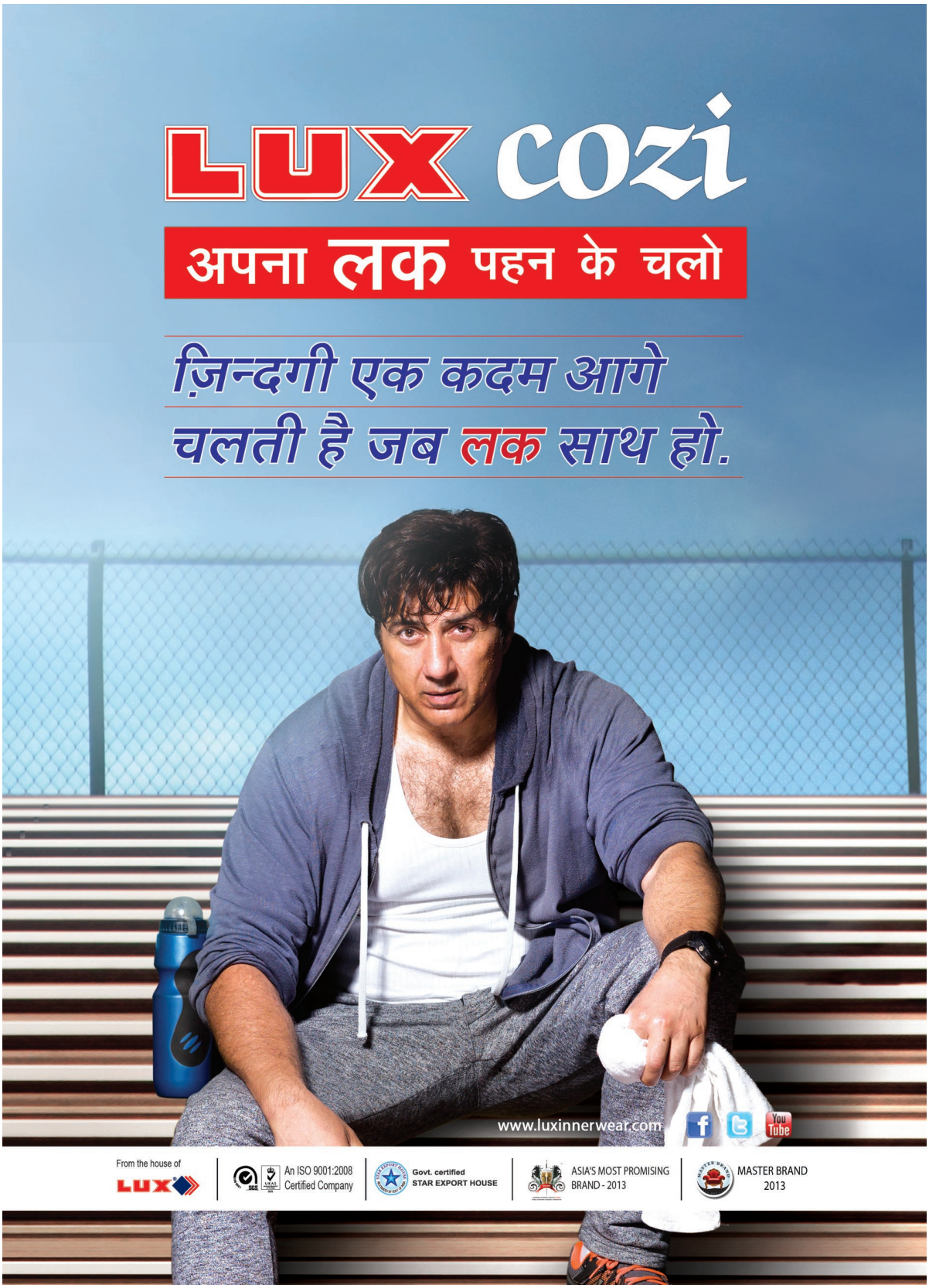
LUX cozi
अपना लक पहन के चलो
ज़िन्दगी एक कदम आगे
चलती है जब लक साथ हो.
www.luxinnerwear.com
From the house of
LUX
An ISO 9001:2008
Certified Company
Govt. certified
STAR EXPORT HOUSE
ASIA'S MOST PROMISING
BRAND - 2013
MASTER BRAND
2013

সম্পাদকীয়

প্রত্যাশার সূর্যোদয়

হাজার বৎসরের প্রতীক্ষার পর স্বপ্নের রূপায়ণ সার্থক হইয়াছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এককভাবে সরকার গঠন করিয়াছে। প্রভাতে উদিত সূর্যকে দেখিয়া বোঝা যায় দিনটি কেমন যাইবে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম তিন দিন পর্যবেক্ষণ করিয়া বোঝা যাইতেছে আশ্বাস পূরণের ইঙ্গিত। ভোটের প্রচারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন মোদী। সরকার গঠনের পর তাহা পূরণের পথে হাঁটিলেন তিনি। নির্বাচনী সাফল্যের ইঙ্গিত মিলিতেই মোদী বলিয়াছিলেন, 'সুদিন আসিতেছে'। ভবিষ্যতে দেশের অগ্রগতি কতদূর কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের বিষয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়া মোদী সুদিন ফিরাইবার প্রচেষ্টা লইয়াছেন। নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়াছিলেন, বিজয়ী হইবার পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেছেন। ইহার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশব্যাপী কালোটাকার বিরুদ্ধে অভিযান তরান্বিত করিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত। কালোটাকার অভিযোগগুলি অনুসন্ধানের জন্য ইতিমধ্যেই ১৩ সদস্যের বিশেষ অনুসন্ধানকারী দল গঠন করা হইয়াছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল নরেন্দ্রমোদীর অন্যতম নির্বাচনী ইস্যু। উল্লেখ্য, বিগত দশ বছরে ইউপিএ সরকারের দুর্নীতিতে মানুষ ছিল বীতশ্রদ্ধ। তাই আজ দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিতে সর্বাগ্রে প্রচেষ্টা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়াছেন, 'কোনও মন্ত্রী তাঁহার কোনও আত্মীয়কে ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন না।' প্রসঙ্গত ইউপিএ সরকারের আমলে তৎকালীন রেলমন্ত্রী পবন বনসল তাঁহার জামাতাকে ও এস ডি হিসাবে রাখিয়াছিলেন এবং অন্য এক আত্মীয়কে করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত সচিব। গত লোকসভা ও রাজ্যসভার ১২৩ জন সরকারীদলের সাংসদ তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা আইন ও নীতিবিরুদ্ধ ছিল। নিজেদের আত্মীয়দের সহযোগী নিয়োগ না করিবার নির্দেশ নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ। প্রথমদিন হইতেই প্রধানমন্ত্রী স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁহার আত্মীয়দেরও স্থান হয় নাই।

মোদীর এবারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল উন্নয়ন ও বিকাশ। দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করিয়া থাকে প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর। মোদীর বিদেশনীতির চালিকা শক্তি হইবে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ। আজ দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হইতেছে পশ্চিম সীমান্তে শান্তি। এই কারণেই মোদী তাঁহার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন। শক্ত এবং সমর্থ ভারত গড়িবার জন্য সৎ অভিজ্ঞ এবং কর্মে নিপুণ আমলাদের সরকারি কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার প্রচেষ্টা লওয়া হইতেছে। এক্ষেত্রে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়্যারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্রকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রথমবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয় নাই। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত এবং গঙ্গার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা লইয়াছেন মোদী সরকার। এই কর্মে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ উমা ভারতীকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। যিনি একসময় গঙ্গার হাল ফিরাইয়াবার জন্য অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটের হাল ফিরাইবার জন্য পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে। বারাণসীকে পর্যটক নগরীতে রূপান্তরিত করিবার কথা বলিয়াছেন মোদী। নির্বাচনের পূর্বে মোদী বলিয়াছিলেন, রাজ্য সরকারগুলি শক্তিশালী না হইলে দেশ শক্তিশালী হইবে না। প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়া তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, 'কোনও রাজ্য সরকার কিছু বলিলে, তাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।' রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও তামিলনাড়ু ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা চালু হইতেছে। উন্নয়নের কথা বলিলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপই রহিয়াছেন। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়াছেন, সাধারণ মানুষ কোনো অভিযোগ করিলে তাহাদের সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে এবং দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলের অনিয়মের কথা উল্লেখ করিয়া সময় নষ্ট করা চলিবে না। দ্রুত কাজ করিতে হইবে। প্রত্যাশার এই সদর্থক রূপায়ণ হইলে অচিরেই দেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

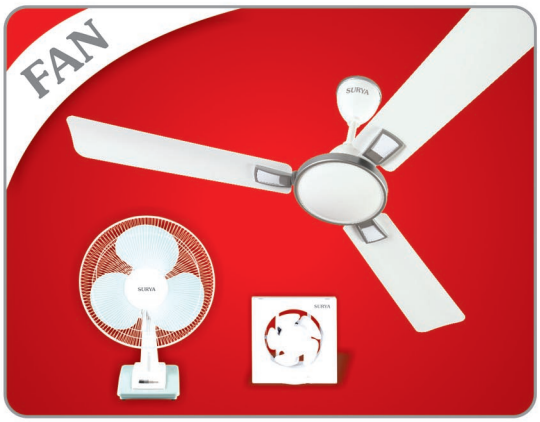

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

মোদী মডেল মানে উন্নয়ন

তথাগত রায়

মোদীর গুজরাট মডেল বহুচর্চিত বিষয়, কিন্তু বিপুল আসনাধিক্যে তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার পরে, আশা করা যায়, এই চর্চায় ছেদ পড়বে। ছেদই পড়বে কিন্তু, ফুলস্টপ নয়। মোদীর শাসনে ভারত যেমনই এগোবে, তেমনই তাঁর গুজরাট মডেল এবং সারা ভারতের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতার বিষয় আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। গুজরাট মডেলের সমালোচকের সংখ্যা কম ছিল না— তাঁদের মধ্যে অধুনা লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত ব্যর্থনেতা রাহুল গান্ধী থেকে আরম্ভ করে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন পর্যন্ত অনেকেই ছিলেন। কিন্তু এই সমালোচনার সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা ছিল এই যে এর কোনও বিকল্প সমান্তরাল মডেল সমালোচকরা দেখাতে পারেননি। সোনিয়া গান্ধীর অধীনে তো মুখ্যমন্ত্রী বিস্তর ছিলেন— অসমের তরুণ গগৈ, অন্ধ্রের কিরণকুমার রেড্ডি, কেরলের উমেন চণ্ডী, হরিয়ানার ভূপিন্দর হুডা— কিন্তু এঁদের কোনও মডেল কোনও কংগ্রেসি নেতা কখনও তুলে ধরেননি। এবং কে না জানে, যাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে কিছু না বলে কেবল অন্যের কাজে ছিদ্র খোঁজেন তাঁরা বিশ্বাসযোগ্যতাহীন। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় ফল দেশবাসীর এই উপলব্ধিরই ফসল বলে মনে হয়।

কিন্তু গুজরাট মডেল ভারতে, বা সারা ভারতে কতটা প্রযোজ্য, সেটা নিয়েই আজকে দেশবাসীর প্রত্যাশা। গুজরাট অবশ্যই ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য, সে দিক দিয়ে এই মডেলের অন্তত আংশিক ভাবে প্রযোজ্য না হবার কোনও কারণ নেই। অপর পক্ষে যা একটি রাজ্যের ব্যাপারে প্রযোজ্য তা সারা দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে— তারও বহু কারণ। একটা কারণ 'স্কেল' অর্থাৎ আয়তন, জনসংখ্যা ও বৈচিত্রের নিরিখে গুজরাটের সঙ্গে গোটা ভারতের বৈষম্য। অন্য কারণ গুজরাটি মানসিকতা— যা প্রবল ভাবে ব্যবসা (ওঁরা বলেন 'ব্যাপার')-মুখী, প্র্যাগম্যাটিক (মোটা অর্থে 'বাস্তববাদী') এবং শান্তিপ্রিয়। আমাদের বাঙালি মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হবে। আমরা ব্যবসামুখী আদৌ নই, যা নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন খেদ করে গেছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে সেটা শুধরোবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 'প্র্যাগম্যাটিক' নই, 'ডগম্যাটিক' (অর্থাৎ মোটা অর্থে 'নীতিপরায়ণ'), যদিও 'ডগম্যাটিক' শব্দটির সঙ্গে একটু নেতিবাচক প্রবণতা, যেমন গোঁয়ার্তুমি, জড়িয়ে আছে। এবং সর্বোপরি আমরা শান্তিপ্রিয় নই, আমরা বলি 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই'। নিঃসন্দেহে এই মানসিকতা বহু দশকের বামপন্থী কুশিক্ষার কুফল, কিন্তু সে-আলোচনার পরিসর এখানে নেই। এই বিষয়টা আনা হলো এই কারণে যে, যেহেতু গোটা দেশে এ রকম বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা, জীবনদর্শন পরিব্যাপ্ত, সেখানে একটি অঙ্গরাজ্যে পরীক্ষিত মডেল কি সারা দেশে প্রযোজ্য হতে পারে? এই প্রবন্ধকারের প্রতিপাদ্য, প্রতি বিষয়ে না হলেও, মোদীর গুজরাট মডেলের বহু বিষয়ই সারা ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে। এবং কী করে তা হতে পারে তা নিয়েই এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ।

প্রথমত, মোদী মডেলের প্রথম এবং শেষ কথা 'বিকাশ', যাকে আমরা বাংলায় বলি উন্নয়ন। এই উন্নয়নের কতগুলো দিক আছে— তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং সরকারি প্রক্রিয়া। পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তটা মোদীর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ী বুঝেছিলেন এবং তিনি সারা ভারতকে এক রাজপথের জাল দিয়ে ঢেকে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, যার প্রচুর সুফল আমরা পেয়েছি। টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি তাঁর সময়ে হয়েছিল, যার পরিণতি হচ্ছে আজকে দরিদ্র মানুষের হাতেও সেলফোন। অপর পক্ষে অন্তর্বর্তী দশ বছর ধরে সোনিয়া গান্ধীর চিন্তাভাবনা উন্নয়নমুখী ছিল না, বরঞ্চ বলা যেতে পারে ভিক্ষাদানমুখী ছিল। কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল, কিন্তু হিন্দিতে একটা কথা আছে, 'মাই-বাপ সরকার', অর্থাৎ মা-বাপের সঙ্গে শিশুর যে সম্পর্ক, সরকারের সঙ্গে দেশবাসীরও সেই সম্পর্ক কায়েম করার প্রবণতা ছিল সোনিয়া গান্ধীর সরকারের মধ্যে। আমি অত্যন্ত সচেতন ভাবে মনমোহন সিংয়ের নাম না করে সোনিয়া গান্ধীর নাম করছি, কারণ নব্বইয়ের দশকে মনমোহন সিংয়ের অর্থনীতি সম্পূর্ণ এর বিপরীত ছিল--- সোনিয়া ও তাঁর তথাকথিত 'ঝোলাওয়ালা বাহিনী', অর্থাৎ জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ, যাঁরা সাবেক নেহরুবাদী ও সমাজতন্ত্রী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরাই এই অর্থনীতি কায়েম করেছিলেন, মনমোহন পাত্তা পাননি। কৃষি ঋণ মকুব এবং একশো দিনের কাজ এই অর্থনীতিরই ফসল, এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছিল এক উৎকট বাজেট ঘাটতিতে এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে।

নরেন্দ্র মোদী নিঃসন্দেহে এই অর্থনীতি পরিত্যাগ করবেন এবং এক উন্নয়নমুখী অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটাবেন। পরিকাঠামো নির্মাণে প্রচুর জোর দেবেন। এখানে উল্লেখ্য, পরিকাঠামো নির্মাণ পুরোপুরি সরকারি খরচে না-ও হতে পারে, বিওটি, বিওএলটি প্রভৃতি চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যাপারে বেসরকারি পুঁজিকেও বিরাট আকারে টেনে আনা সম্ভব, যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ সেতু (নিবেদিতা সেতু) এবং তৎসংলগ্ন মহাসড়ক তৈরিতে। এই ধরনের কাজ সম্ভবত মোদীর আমলে অগ্রাধিকার পাবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের আর একটি দিক নগর উন্নয়ন, যার উপরেও মোদী নিঃসন্দেহে জোর দেবেন। পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পপতি থেকে আরম্ভ করে অধস্তন সরকারি কর্মচারী পর্যন্ত কেউ 'কলকাতা ছাড়তে চান না', সেটা এই নগর উন্নয়নের ব্যর্থতারই ফসল।

বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান মোদীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটা বড়ো জায়গা করে নেবে এবং তার একটা প্রয়োজনীয় উপাদান পরিকাঠামো উন্নয়ন, যা

এতক্ষণ আলোচিত হলো। আর একটা উপাদান সরকারি প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, যার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় 'ওয়ান-উইন্ডো' ব্যবস্থার প্রসঙ্গে। আমরা আমাদের সরকারি প্রক্রিয়া বৃটিশের কাছ থেকে পেয়েছি এবং এর মূল কথা 'অবিশ্বাস'। কারণ বৃটিশরা বিশ্বাস করত যে ভারতীয়রা অসৎ, এবং সরকারি প্রক্রিয়াকে জটিল না করলে এরা সব 'মেরে দেবে'। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু নিজেদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে এখনও শিখিনি। মোদী নিশ্চয়ই এই সরলীকরণে জোর দেবেন।

সোনিয়ার আমলের একটা বহুচর্চিত কথা বলে শেষ করি। কথাটা হলো 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ', অর্থাৎ সেই শ্রীবৃদ্ধি যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলে, সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।। এটার মধ্যে ওই ভিক্ষাদানের প্রবণতা এবং তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির ভোট পাবার চেষ্টাও কিন্তু জড়িয়ে আছে। আমার মনে হয় এই তথাকথিত 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এ মোদী বিশ্বাস করেন না— তিনি বিশ্বাস করেন যে উন্নয়ন যদি হয় তা হলে কেউই পিছনে পড়ে থাকবে না। তার ফলে আয়ের বৈষম্য নিঃসন্দেহে থাকবে, কিন্তু সর্বনিম্ন মানুষটির অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালো করা যায় তবে এই বৈষম্যে কিছু এসে যাবে না। বস্তুত, মানুষের ব্যবসায়িক প্রবণতা, 'এন্ট্রেপ্রেনিয়োরাল স্পিরিট'-এর উৎসই এই বৈষম্য। এর প্রতিফল সম্ভবত আগামী দিনের অর্থনীতিতে দেখা যাবে।

ষোড়শ লোকসভার আকার

এন ডি এ —
বিজেপি - ২৮২, শিব সেনা - ১৮, তেলুগু দেশম পার্টি - ১৬,
লোক জনশক্তি পার্টি - ৬, শিরোমণি অকালি দল - ৪, রাষ্ট্রীয় লোক
সমতা পার্টি - ৩, আপনা দল - ২,
পাত্তালি মক্কাল কাটচি - ১, ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি - ১,
স্বাভিমানী পক্ষ - ১,

ইউপিএ—
কংগ্রেস - ৪৪, এনসিপি - ৬, আর জে ডি - ৪, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা - ২,
ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ - ২, সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট - ১,
কেরালা কংগ্রেস (এম) - ১, রেভোলুশনারি সোসালিস্ট পার্টি - ১,

অন্যান্য
এআইএডিএমকে - ৩৭, তৃণমূল - ৩৪, বিজু জনতা দল - ২০ তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয়
সমিতি - ১১, ওয়াইএসআর কংগ্রেস - ৯ সিপিএম - ৯, সমাজবাদী পার্টি - ৫,
আম আদমি পার্টি - ৪, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট - ৩, পিডিপি
- ৩, ইনডিপেনডেন্ট - ৩, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল - ২, জনতা দল
(সেকুলার) - ২,জনতা দল (ইউনাইটেড) - ২, সিপিআই - ১,
অল ইন্ডিয়া এন আর কংগ্রেস - ১, নাগা পিপলস্ ফ্রন্ট - ১,
অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-
ইত্তেহাদুল মুসলিমিন - ১

জন্ম নিল ভাইব্রান্ট ভারত

সুন্দর মৌলিক

গ্লাস অর্ধেক ভর্তি। গ্লাস অর্ধেক খালি। এ এক প্রাচীন প্রবাদ। একই পরিস্থিতির দুই তত্ত্ব। কিন্তু এর তৃতীয় তত্ত্বও আছে। আর সেটা জানা গেছে এই কটা দিন আগে, বললেন নরেন্দ্র মোদী। বিশাল জনমত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর মুহূর্তেই শোনালেন সেই তৃতীয় তত্ত্ব। বললেন, তাঁর চোখে গ্লাসটির কোনও অংশই খালি নয়। গোটাটাই ভর্তি। অর্ধেক জলে, অর্ধেক বাতাসে।

শুধু ভারত নয় গোটা বিশ্ব সেদিন দেখল আশাবাদী মানুষের এক অন্য নিদর্শন। দেখল ভারতের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর দেশ, তাঁর দলকে মাতৃজ্ঞানে চোখের জল ফেলতে পারেন। আবার সেই বক্তৃতাতেই দেশবাসীর সামনে চূড়ান্ত আশা ব্যক্ত করতে পারেন এক বেনজির উদাহরণে। সাধারণের থেকে আলাদা করে ভাবাটাই যদি অসাধারণত্ব হয়ে থাকে তবে মানতেই হবে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এক অসাধারণ মানুষ। এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়ে গর্বিত গোটা দেশ। গর্বিত গোটা জাতি।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সেন্ট্রাল হলে বক্তব্যে অনেক কথাই বলেছেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ওই একটি কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ভুল করেনি দেশ। নানা কারণে নিরাশায় ডুবে থাকা দেশের মধ্যে আশার সঞ্চার করার জন্য এমন একজন আশাবাদী নেতাকেই তো দরকার ছিল। যিনি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত গুজরাটের দায়িত্ব নিয়ে আশার চোখ নিয়ে এক উন্নত রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন, এবার তিনিই নিরাশার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ভারতের আশার প্রাণ সঞ্চারের দায়িত্ব নিলেন।

তাঁর সম্পর্কে সম্প্রতি দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ‘‘নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে রাজসিংহাসনে বসার কাহিনী শুধু রূপকথা বা নীতিমালায় থাকে না। বাস্তব জীবনেও থাকে। এমন কিছু সফলপ্রাণ মানুষ অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। নরেন্দ্র মোদী তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম একজন।’’ বিশিষ্ট মানুষদের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। গুজরাটের ক্ষমতা লাভের পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মদত দেওয়ার মতো মারাত্মক অপবাদ পেতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজের লক্ষ্যে ছিলেন অবিচল। থামেনি তাঁর উন্নয়নের লড়াই। যাতে ভর করেই যাবতীয় অপপ্রচারকে হারিয়ে দিয়ে পরপর তিনবার গুজরাট বিধানসভা ভোটে জয় পেয়েছেন। বারবার সবাইকে হারিয়ে দেশ-সেরা মুখ্যমন্ত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন। কংগ্রেস-শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারও গুজরাটকে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকার সম্মান দিতে বাধ্য হয়েছে। আর এবার মূলত তাঁর একার চেষ্টায়, অমানুষিক পরিশ্রমে গোটা দেশে পদ্ম ফুটিয়েছেন। বিরোধীদের দেওয়া ‘মওত কা সওদাগর’ তকমা নিয়েই চালিয়েছেন প্রচার যুদ্ধ। আশার সঞ্চার করেছেন গোটা দেশের মনে। উত্তরপ্রদেশের ফলাফলই বলে দিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে করা যাবতীয় প্রচার সত্ত্বেও তিনি আশা জাগাতে সক্ষম হয়েছেন সংখ্যালঘু মানুষদের মনেও। ভয় নয়, ভক্তিপূর্ণ আস্থা রেখেছেন ভোটাররা। নমোকে তারা উপহার দিয়েছেন নিরঙ্কুশ পাঁচটা বছর।

তবে নরেন্দ্র মোদীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তিনি নিজেই। গোটা দেশের তাঁর কাছে, আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা। বৃহৎ শিল্পপতি থেকে পাড়ার চা-ওয়ালা, কর্পোরেট ভারত থেকে কর্মপ্রত্যাশী নয়া প্রজন্ম প্রত্যাশা সকলের। সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য তাঁর কাছে পাঁচটা বছর সময় আছে, কিন্তু তিনি যে সময় নিয়ে বসে থাকার মানুষ নন। তাই প্রত্যাশা আরও বেশি। কিন্তু মনে রাখতে হবে নরেন্দ্র মোদী একজন মানুষ। তিনি জাদুকর নন। দেশের সব সমস্যা রাতারাতি মুছে ফেলার কোনও জাদুদণ্ড নেই তাঁর হাতে। কালো টাকা উদ্ধারের উদ্যোগে ক্ষমতায় এসেই তিনি শক্তিশালী সিট (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) গঠন করেছেন, কিন্তু তাবলে কেউ যদি ভেবে থাকেন পুজোর ছুটির

আগেই কালো টাকা দেশে ফিরে আসতে শুরু করবে তাহলে সে ভাবনা হবে অর্থহীন এবং অর্বাচীনতা। সবের জন্যই সময় দিতে হবে। কঠিন এবং জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে কাজ নরেন্দ্র মোদী সরকার করতে পারলে তা যেমন দেশের পক্ষে ভাল হবে তেমনই তা তাঁর এবং তাঁর দল বিজেপি-র ভবিষ্যতের জন্যও এক চিরস্থায়ী কাজ হবে। কারণ, হিসেব মতো যে পরিমাণ কালো টাকা বিদেশে মজুত আছে তার একটা অংশ দেশে ফিরলেই উন্নয়নের মহাযজ্ঞ সম্ভব। তবে যাদের অর্থ সেখানে সঞ্চিত আছে যার মধ্যে

গ্লাস অর্ধেক ভর্তি জলে, অর্ধেক বাতাসে'— নরেন্দ্র মোদী

বড় অংশ রাজনীতিকরা তাঁরা খুব সহজে সেকাজ যে করতে দেবেন না তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কিন্তু এতদিন কোনও সরকার সেকাজ করেনি বলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট অনেকবার ভর্ৎসনা করেছে। এবার শুরুতেই সেই উদ্যোগ নিয়ে আপামর দেশবাসীর শ্রদ্ধা, কুর্নিশ, ভালবাসা পেয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

তবে সেই কুর্নিশ একতরফা ভাবে শুধু নরেন্দ্র মোদীর প্রাপ্য নয়। তাঁর পক্ষ থেকে দেশের মানুষেরও প্রাপ্য। কারণ, যে কাজই তিনি করতে চান তাঁর জন্য ফ্রি হ্যান্ড সুযোগ দরকার। যে সুযোগ ইদানীংকালে মনমোহন সিং-সহ অন্য প্রধানমন্ত্রীরা পাননি। তাঁদের কাজ করার সদিচ্ছা থাকলেও সুযোগ ছিল না। শরিক দলদের মন বুঝে চলার জোট রাজনীতির দায়বদ্ধতা নেই তাঁর। জনতার রায়ে মমতা, মায়াবতী, নীতিশ, লালু, মুলায়ম, জয়ললিতারা এবার সাইড লাইনের বাইরে।

শৈশবে দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে নরেন্দ্রভাইয়ের। বাড়িতে বিদ্যুতের অভাব প্রতিকূলতা তৈরি করেছিল পড়াশোনায়। তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় বলেছেন, কেরোসিন তেলের লম্ফই ছিল সন্ধ্যার অবলম্বন। এই করুণ অভিজ্ঞতা তিনি ভোলেননি। গুজরাটের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম কর্মসূচিই হয় সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। সফলও হয় সেই প্রকল্প। গুজরাটের ১৮ হাজার গ্রামের সবকটিতে এখন সন্ধ্যায় বিদ্যুতের আলো জ্বলে। এমন নজির দেশের কোনও রাজ্যেই নেই। তাঁর বিরোধীরা যত যাই বলুন না কেন এটাও বলেন যে, নরেন্দ্র মোদী একজন পরিশ্রমী, উদ্যোগী নেতা। সেটা দলের জন্য কিংবা সরকারের জন্য। শক্ত হাতে স্থায়ী নীতি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে তাঁর সমকক্ষ কোনও নেতাই নেই দেশে। এবার তাঁর লক্ষ্য গোটা দেশের ছয় লক্ষেরও বেশি গ্রাম। যার এক তৃতীয়াংশে স্বাধীনতার এত বছর পরও বিদ্যুৎ নেই। তিনি যে সেই অভাব পূরণের উদ্যোগ নেবেন তা বলাই বাহুল্য।

দীর্ঘ ১৩ বছর একটি রাজ্য পরিচালনা করে তবে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন তিনি। মনমোহন সিংয়ের মতো সরাসরি সাত নম্বর রেসকোর্স রোডে যাননি তিনি। তাই জানেন একটি রাজ্য সরকারকে কতটা কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। রাজ্যে রাজ্যে নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনার অভিযোগ কোনও নতুন কথা নয়। আবার জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় কোনও রাজ্যকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার দায়ও নেই তাঁর। এ ব্যাপারেও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

মোদী বরাবরই বলেছেন, তিনি রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করতে চান। শক্তিশালী রাজ্যের মাধ্যমেই তৈরি হবে শক্তিশালী দেশ। সমৃদ্ধ ভারত গড়ার জন্য দরকার শক্তিশালী রাজ্য। সেই লক্ষ্যেই যে তিনি কাজ করবেন তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন, কারা সে সুযোগ নিতে পারবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা সেই সুযোগ নেবেন, নাকি মোদীকে অস্পৃশ্য করতে গিয়ে রাজ্যকে অন্ধকারেই রেখে দেবেন সেটা তাঁরাই জানেন। একই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে অখিলেশ যাদব, নীতিশ কুমার, জয়ললিতারা।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভাইব্রান্ট ভারতের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। সেই মিছিলে কারা হাঁটবেন, কারা হাঁটবেন না তা এখনই ঠিক করতে হবে। কেউ ভাবতে পারেন, সরকার গঠনের মাত্র কয়েকটা দিনের মাথায় এত বড় কথা কি বলা ঠিক? কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই প্রবাদ, 'মর্নিং সোজ দ্যা ডে'। একটি গ্লাসের অর্ধেক জল ও অর্ধেক বাতাসে পূর্ণ যিনি দেখেন তাঁর কাছে আশা করবেন না তো কার কাছে করবেন? নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বকে গোটা দেশ ভোট দিয়েছে এক নতুন আশায়। স্বাভিমানী, উন্নত দেশ গঠনের আশায়। গোটা দেশ যাঁর ওপর আশা রেখেছে তাঁর ওপর আশা তো রাখতেই হবে। মোদীর স্বরে গোটা দেশ বলছে, এবার হবেই হবে।

বারাণসীতে মোদীর রোড-শো।

হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতির জয়

অমলেশ মিশ্র

ভারতীয় জনতাপার্টি (বিজেপি) ২৮২টি আসনে জয়ী হয়ে ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে এবং বিজেপি-র নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (N.D.A.) ৩৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে।

২০ মে তারিখে বিজেপি সাংসদরা এবং এনডিএ ভুক্ত দলগুলিও তাদের সংসদীয় নেতা হিসাবে নরেন্দ্রভাই মোদীকে সর্বসম্মত ভাবে স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোরকোর্টে গত ২৬ মে সন্ধে ৬টায় নরেন্দ্রভাই মোদী প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করলেন।

নির্বাচনের এই ফলাফল গভীর অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফলাফলের যে তাৎপর্য আমি লক্ষ্য করেছি, তাই-ই প্রকাশ করছি। আমি নিশ্চিত এই যে দেশের মানুষ এই ভাবেই ভাবছেন অথবা আমি আমরা ভাবনা তাঁদের উপর আরোপ করছি।

১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস দল ৪১৫টি আসনে জয়যুক্ত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। তারপর সাতবার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে কিন্তু কোনো দলই একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে এদেশের রাজনীতিতে কোয়ালিশন সরকার প্রায় স্থায়ী একটা ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার চেষ্টায় যে কোনো ধরনের নির্লজ্জ ও সুবিধাবাদী আঁতাত করা যায় বা করা হয়েছে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিচার নেই। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সাংসদ কেনাবেচা হয়েছে। নেতাদের সঙ্গে দেশের একাত্মতা ছিল না, জণগণের সঙ্গে নেতার একাত্মতা ছিল না। ব্যক্তিগত সুবিধাবাদই রাজনীতির নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

(১) এই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী তথা

বিজেপি-র জয়— ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জয়। বিদেশি ভাবধারার বিরুদ্ধে জাতীয় ভাবধারার জয়। ভারতের স্বাভিমানের জয়। এ সেই প্রার্থিত ও বহু প্রতীক্ষিত ভাবধারা যা মনে করে এই দেশ ভূমিমাত্র নয়, এ দেশ মাতৃভূমি-পুণ্যভূমি— যে দেশের জন্য আমরা মরতে পারি। যেমন অনেক ভারতীয়ই মরেছেন। এই দেশের জন্যই আমরা জীবন ধারণ করব। তাই এই জয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা পবিত্রতা বিরাজ করছে যা পরিদৃষ্ট নয়।

(২) এই প্রথম সমদর্শনের রাজনীতি তথা হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনীতি, রাষ্ট্রবাদের রাজনীতি জয়যুক্ত হলো। অটল বিহারী বাজপেয়ীর পর, স্বাধীন ভারতের ৬৫ বছরের ইতিহাসে আমরা আবার একজন রাষ্ট্রনেতা (Statesman)-কে প্রধানমন্ত্রী রূপে পেলাম যিনি শুধুমাত্র রাজনীতিক (Politician) নন। রাষ্ট্রবাদী দল ও রাষ্ট্রবাদী নেতা সমস্ত মানুষকে অমৃতের পুত্র মনে করে, একাত্ম মানবদর্শনে বিশ্বাস করে— যা হিন্দু বা ভারতীয় দর্শনের অনুপম বৈশিষ্ট্য। নরেন্দ্র মোদী এই নির্বাচন যুদ্ধে সফল সৈনাপত্য করেছেন।

(৩) ভারতের রাজনীতি থেকে সুকৌশলে ও ষড়যন্ত্রে সুভাষ চন্দ্র বসুকে বিদায় দেওয়ার পর দীর্ঘকাল রাজনীতিতে অনেক কৌশলী ও পরাক্রমী নেতা-নেত্রী দেখা গেছে। কিন্তু তাঁরা আদর্শ বা রোল মডেল হিসাবে জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। ফলে রাজনীতিতে রোল মডেল-এর শূন্যতা যা এতকাল আছে, নরেন্দ্র মোদী তা পূরণ করবেন। কয়েকটি লক্ষণ এখনই স্পষ্ট হয়েছে। তিনি ও তাঁর দল বিরোধী রাজনৈতিক দলের সরকারকে দুর্বাক্যে নিন্দা করলেন না। বরং ঘোষণা করলেন যে তাঁরা তাঁদের মতো প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই উদারতা এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই তো মানুষের মনে আশা জাগায়। আমরা এতকাল এর বিপরীত কথা শুনতেই অভ্যস্ত। নেতা মানে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, অনুদান দিয়েছেন। নেতা মানে তিনি মুখে যা বলেন মনে তা বিশ্বাস করেন না, আবার মনে যা বিশ্বাস করেন, মুখে তা বলেন না। বিরোধীদের নিন্দা করে নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফল হয়েছে এই যে মানুষ নেতাদের বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না— শুধু ভয় করে। মানুষের চরিত্র ও মানসিকতা ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছিল— এর ফলে।

(৪) নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন আছে, দিশা আছে, আশা জাগাতে পারেন— ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, স্বপ্ন এবং আশা পূরণও করতে পারবেন। এই নির্বাচন এই ভাবেই একজন স্টেট্‌স্‌ম্যানকে উপহার দিয়েছে। এতদিন শুধু পলিটিসিয়ানই পেয়েছি প্রত্যেকটি নির্বাচনে, ব্যতিক্রম অটলবিহারী। এই নির্বাচন দেশবাসীকে এক সেবক উপহার দিয়েছে।

(৫) ভারতীয়দের রামায়ণ ও মহাভারত শিক্ষা দেয় যে ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির যোগ না থাকলে ক্ষাত্রশক্তি অধার্মিক হয়ে যায় এবং দেশ ও দেশবাসীর দুর্দশা ঘটে। রাজশক্তি আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হলেই দেশে ধর্মের শাসন অর্থাৎ ন্যায়-এর শাসন— যাকে আমরা Good Governance বলি তা সম্ভব হয়। ১৯৪৭ থেকে অদ্যাবধি এই আধ্যাত্মিক শক্তির কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। মানুষের যেমন দেহ-মন-বুদ্ধি এবং আত্মা আছে, রাষ্ট্রেরও তাই-ই আছে। আত্মার খাদ্য না দিয়ে কোনো মানুষ সফল হয় না, একই ভাবে রাষ্ট্রের আত্মাকে অবহেলা করে কোনো দেশ বড় হয় না। ফলে সারাদেশ বিভক্ত হয়েছে খণ্ড খণ্ড হয়েছে— হিন্দু-মুসলমান, উদ্বাস্তু, নীচুজাত, সাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দবন্ধ দেশের জীবনে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করেছে। এই নির্বাচন আমাদের ওই ভয়ঙ্কর গাড্ডা বা ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের করে এনেছে। সব ভারতবাসীই সমান। সকলের জন্য ন্যায়, কাউকে তোষণ নয়। এদেশের রাজনীতিকরা নিজেরা ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে ও লক্ষ্যে ওই যে গাড্ডা তৈরি করেছিল, এই নির্বাচন আমাদের সেই গাড্ডা থেকে উদ্ধার করেছে।

(৬) অনেকেই এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে মেরুকরণের অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছেন। তারা মেরুকরণ বলতে— হিন্দু-মুসলমান বোঝেন, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি গালভরা বুলি বোঝেন। মুসলমান সম্প্রদায় যখন মুসলমান ঐক্যের কথা বলে এঁরা বাহবা দেন। অপরদিকে হিন্দুরা যদি নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান দেন, এঁরা তার মধ্যে 'সাম্প্রদায়িকতা' দেখতে পান। এই সব মানসিকতার মানুষরা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং সংবাদমাধ্যমে রাজত্ব করছেন। এঁদের দুর্বলতা হলো এই যে এরা দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চান না। একাত্ম মানবদর্শন এঁরা কখনোও বুঝতে পারেন না। সব মানুষই অমৃতের সন্তান— প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ, কাউকে তোষণ নয়। এই নির্বাচনের ফলাফলের তাৎপর্য এই যে— হ্যাঁ, এই নির্বাচনে মেরুকরণ হয়েছে, তবে তাঁরা যে মেরুকরণের কথা বলছেন সেটি হয়নি। মেরুকরণ হয়েছে আশা ও হতাশার, রোজগারি ও বেরোজগারির, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও অনুদান নির্ভরতার, সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার, সততা ও অসততার, উদারতা ও সঙ্কীর্ণতার। এই মেরুকরণ তো চাই, অন্যথায় দেশ অগ্রসর হবে কী করে? প্রচলিত মেরুকরণে দেশ পিছিয়েছে, এই মেরুকরণে দেশ এগোবে। এই নির্বাচন এই তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উদারতাই বড় কাজ করতে পারে। উদারতা জাত-পাত, হিন্দু- মুসলমান, উঁচুজাত-নীচুজাত প্রভৃতির গণ্ডীর মধ্যে থাকে না। উদারতার ভিত্তি হলো দেশভক্তি। এই দেশভক্তিই হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তা যা আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসে পাই। নরেন্দ্র মোদী তো এই দেশভক্তির কথা আমাদের বলছেন। এই নির্বাচনেই তো নরেন্দ্র মোদীকে পাওয়া গেল।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার পরিচালিত হতে চলেছে— তার সামনে অজস্র বিপদ। সে বিপদ বিদেশি ভাবধারার, বিদেশি শক্তির, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে। দেশভক্তিকে সম্বল করে ভারতীয়দের নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলাতে হবে। অটলবিহারীর ক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছিল— তা থেকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

এই প্রথম প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সরকার এবং দেশবাসীর প্রত্যাশা

দেবীপ্রসাদ রায়

স্বাধীনতার পর জাতীয়তাবাদের নামাবলি পরিহিত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছিল তা প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী ছিল না, ছিল না গণতান্ত্রিক

সংসদের সেন্ট্রাল হলে বিজেপি সাংসদদের সামনে বক্তব্যরত মোদী।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। ছিল শুধুই বংশপরম্পরাক্রমে ক্ষমতা ভোগ করা ও ধরে রাখার জন্য সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উদগ্র বাসনা পূরণের অনুকূল। আর সে জন্যই দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে প্রশাসনের মধ্যে অনতিকালের মধ্যেই। কংগ্রেসী নেতৃত্বের এই ক্ষমতালিপ্সার আভাস পেয়েছিলেন গান্ধীজী স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই। তাই তিনি দল হিসেবে কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। দৃশ্যত তাঁর দৈহিক মৃত্যু নাথুরাম গডসে ঘটালেও তাঁর আত্মিক মৃত্যু ঘটিয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ যখন কৃপালনীর পদত্যাগের পর গান্ধীজীর মতামত অগ্রাহ্য করে রাজেন্দ্র প্রসাদকে ওই নেতৃত্ব সভাপতির পদে নিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর ইচ্ছাপত্র (will) আমরণ স্মরণ করতে পারি, আর ইচ্ছাপত্র তো মানুষ মৃত্যু সম্ভাবনার জন্যই দিয়ে যায়। ইচ্ছাপত্রে গান্ধীজী বলে গেছেন, ''দুইভাগে বিভক্ত হলেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভাবিত পন্থার ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই বর্তমানের প্রচার ও সংসদীয় কার্যকলাপের যন্ত্র হিসেবে প্রচলিত রূপ ও আকৃতিতে কংগ্রেসের আজ প্রয়োজন নেই... অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দেওয়া স্থির করছে যাতে প্রতিষ্ঠান লোকসেবক সঙ্ঘ রূপে বিকশিত হতে পারে। তাঁর মৃত্যুর একমাস আগে কংগ্রেস গঠনকর্ম উপসমিতি দ্বারা আহুত কংগ্রেস কর্মীদের এক বৈঠকে তিনি বলেন, '...আমাদের একথা বুঝতে হবে যে আজকের দিনে কংগ্রেসের মাধ্যমে আমাদের কাম্য সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হবে না। ...আপনারা যে সংবিধান চাইছেন তা কংগ্রেসের মাধ্যমে পাবার আশা পরিত্যাগ করুন।'' ইচ্ছাপত্রের সনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায় তাঁর মতে শহর ও নগর থেকে পৃথক দেশের ৭ লক্ষ গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করা এখনও বাকি... লোকসেবক সঙ্ঘ দ্বারা প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারে যাবে। ...কোন প্রলোভনে বিচ্যুতদের ফিরিয়ে আনা যাবে না (right of recall)। স্পষ্টতই বোঝা যায় লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত কংগ্রেসই নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রতিনিধি পাঠাবে সরকারে, সংসদেই অর্থাৎ একটা রাজনৈতিক ফ্রন্ট থাকবে যা লোকসেবক সঙ্ঘ (L.S.S.?) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে দেশকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজকের আর এস এস ও বিজেপি কি এই

Courtesy -

BMW Industries Limited

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রথম দিন।

গান্ধী চিন্তার পূর্বসূরি নয়? ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়ার্ধায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবির চলছে ২৩ ডিসেম্বর থেকে। গান্ধীজী কাছেই আশ্রমে রয়েছেন। শিবিরের কার্যক্রম গান্ধীজীর মনে ঔৎসুক্য এবং উৎসাহ জাগিয়েছিল। তিনি নিজেই শিবিরে আসতে চাইলেন। সেইমত ২৫ ডিসেম্বর সকাল ঠিক ছ'টার সময়ে গান্ধীজী এলেন শিবিরে, মীরাবেন, মহাদেব দেশাই-সহ ৩৪/৩৫ জন, সব ঘুরে দেখে অভিভূত। সঙ্ঘ পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত আপ্পাজী যোশীর কাঁধে হাত দিয়ে গান্ধীজী বলে উঠলেন, 'আমি অত্যন্ত খুশি, দেশের কোথাও আমি এই দৃশ্য দেখিনি।' ১৫০০ স্বয়ংসেবকের শৃঙ্খলাপূর্ণ কার্যক্রম গান্ধীজীর কাছে সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে বলে গান্ধীজী জানান। প্রস্তাবিত 'লোকসেবক সঙ্ঘে' আর এস এস প্রভাবেরই প্রতিফলন ছিল ভাবা অযৌক্তিক নয় মোটেই। সুতরাং আর এস এস নিয়ন্ত্রণ করছে বিজেপিকে— আজ কংগ্রেসের এই অভিযোগ গান্ধীজীর পরিণত চিন্তার আলোয় কি শংসাপত্র হয়ে যাচ্ছে না? কংগ্রেস সম্পর্কে গান্ধীজীর আশঙ্কা আজ প্রমাণিত। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কংগ্রেস আজ জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। সেদিন যদি সত্যিই গান্ধীজীর প্রস্তাব মতো কংগ্রেস, লোকসেবক সঙ্ঘে পরিণত হয়ে একটা রাজনৈতিক মঞ্চে প্রশিক্ষিত লোক পাঠানোর নীতি গ্রহণ করতো তাহলে কংগ্রেস রাজনীতি আজ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নে অভিযুক্ত বা কন্টকিত হোত না। ঠিক এই প্রেক্ষিতে বিকল্পমান আজকের বিজেপি-র দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। বিজেপি-কে সব সময় সতর্ক এবং দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতাবোধে সম্পৃক্ত থাকতে হবে সদাসর্বদা।

দেশবাসী কী চায়?

(১) দেশবাসী চায় কংগ্রেসী অবিমিশ্রকারিতার জন্য কিছু ভূখণ্ড হারানোর পরও যা আছে তা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে রক্ষা করা হয়। এমন কোনো স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আছে যার ভূমি লুণ্ঠিত, অধিকৃত হয়েই চলেছে? ভারতের মতো?

(২) তিব্বত নিয়ে প্রোঅ্যাকটিভ নীতির অনুসরণ চাই। ড্রাগনের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের সামনে সদা উদ্বিগ্নচিত্ত থাকার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক কারণেই 'তিব্বতনীতি'র পরিবর্তন চাই। ভারতের স্বার্থ রক্ষায় তা একান্ত প্রয়োজন। ধর্মশালার তিব্বতি শরণার্থী অবস্থানকে অস্থায়ী তিব্বত সরকারের মর্যাদা দেওয়া যায় না? চীনের চাপে সদা নিষ্পেষিত থাকব আমরা?

(৩) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতীয় ইতিহাস এবং পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সেই সংবিধান ফেরত চাই। ৪৫ তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের উদ্দেশিকার যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তা বাতিল করতে হবে। উদ্দেশিকার 'সেকুলার এবং সোস্যালিস্ট শব্দদুটি যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এসেছে এবং করছে তার অবসানের জন্য শব্দ দুটি বাদ দিতে হবে— মূল সংবিধানের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৪) সংসদে এবার সংখ্যাগত অনুকূল অবস্থানের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই আমাদের মূল সংবিধানকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে।

(৫) বিচ্ছিন্নতাবাদ পুষ্টিকরণের অনুকূলে বেশ কিছু ছিদ্রপথ আছে সংবিধানে। সে সব পথ বন্ধ করতে হবে এখনই।

(৬) সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা বা আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থাই একমাত্র বিবেচ্য হবে, জাতপাত ধর্ম বর্ণ নয়। আমাদের দেশে ভবিষ্যতে অশান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যেই জাতি, উপজাতি ধর্ম-বর্ণ -ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করে গেছে ইংরাজ। এটা বন্ধ করতে হবে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। জাতীয় সংহতি রক্ষার এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।

(৭) বৈদেশিক দপ্তর অহরহ আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে শুধুই তীব্র প্রতিবাদ জানানোর এক ক্লীব দপ্তরে পরিণত হয়েছে যার প্রভাবে প্রতিরক্ষা দপ্তরও ঠুঁটো জগন্নাথ, চোখের সামনে নিজ সৈন্যের 'মাথা কেটে নেওয়া', 'চোখ উপড়ে নেওয়া' নির্বিকার চিত্তে ভবিতব্য বলে মেনে নিচ্ছে! এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন চাই।

(৮) ম্যাক্সমূলারের আর্যআগমন তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হলেও তাকে ভিত্তি করে রচিত আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতির এক মিথ্যা ভিত্তিকে অবলম্বন করে ভুল পথে চালিত হয়ে চলেছে এবং এক মহান পরম্পরাসম্পন্ন জাতিকে পঙ্গু করে রেখেছে।

সত্যের ভিত্তিতে সমগ্র অবস্থার শুদ্ধিকরণ চাই আমূল সংস্কার চাই, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চাই।

(৯) বিশ্বব্যাপী 'ভারততত্ত্ব' গবেষণার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের শিক্ষার পাঠক্রমে এই ভারততত্ত্বর পঠন পাঠন অনুশীলন চাই-ই চাই, তবেই পরাণুবাদ পরাণুকরণে মোহগ্রস্ত জাতির পুনরুত্থান হবে যা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, যা বিবেকানন্দ বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

(১০) সুযোগ্য বলিষ্ঠ এবং জাতির এযাবৎ কৃত্রিম অসৎ বিন্যাসের শিকার হওয়াতে বেদনার্ত এক নেতৃত্বের প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

সহায়ক গ্রন্থ :

(১) আর এস এস কী ও কেন। অশোক দাশগুপ্ত। (২) গান্ধীজীর ইচ্ছাপত্র : দক্ষিণীবার্তা জাতীয় কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যা।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email: pioneerpaperco@gmail.com www.pioneerpaper.co

নেত্রদান মহাদান
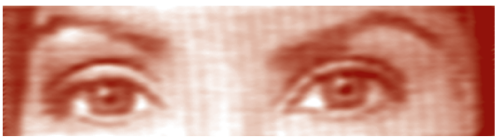
EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
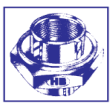
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
শাহী
গরম
মশলা
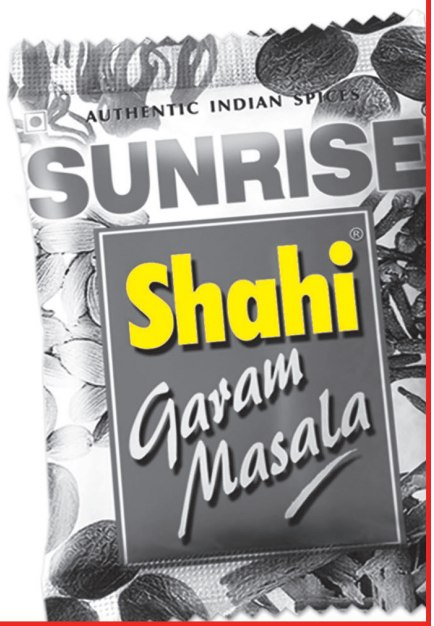

SUNRISE® PURE
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ

নরেন্দ্রভাই মোদী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নোবেলজয়ী সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটি কালজয়ী উক্তি করেছিলেন যা বিশ্বব্যাপী সুদূরপ্রসারী কোনো পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ নতুন কোনো ভাবনার উন্মেষ মুহূর্তের ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য। কথাটি ছিল— "An idea whose time has come" —ভারতের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লীর তখতে নরেন্দ্র মোদীর আরোহণ সর্বাংশে এই কথাটিই প্রমাণ করে। মোদী এক সম্পূর্ণ নবীন ভারত ভাবনা, পরিকল্পনা ও নির্মাণের যুগ-পথিক যাঁর স্ফুরণের সময় সমাগত। তিনি বাস্তবে অনেকটাই নিয়তি নির্দিষ্ট পুরুষ। আজকে ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হবে ২০১৩-র সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর তাঁর স্বদলে বা বেদলে কি তোলপাড়! দলের জনকসমতুল মানুষটি সব রকম পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন! মনোনয়নের মিটিং-এও ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক না কেন তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন অর্থাৎ মোদীর নাম ঘোষণা হলে অনেক শরিকদল চলে যাবে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে ১৭ বছরের জোটসঙ্গী ও সফল সরকার চালানো নীতিশ কুমার তুমুল গালিগালাজ করে চটজলদি জোট ভেঙে দিলেন। সেই হিসেব! সংখ্যালঘু ভোট তাঁর দরজায় লুটিয়ে পড়বে, সঙ্গে কুর্মী কাহাররা তো আছেই। জাতপাত রাজনীতির পচা ছক। মেলেনি, একেবারেই মেলেনি। তিনি ভোটবাক্সে বিলীন হয়ে গেছেন। ৪০-এ ২টি আসন। জেলপাখি লালু এই মওকায় হুঙ্কার ছাড়লেন আদবানীকে রুখেছি, মোদীকে আমিই রুখব।

কি করুণ পরিণতি! চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। তিনিও দারা-কন্যা নিয়ে পর্যুদস্ত। হয়ত জেলেই ফিরবেন। অথচ তাঁদের হিসেব তো মেলার কথা ছিল। অবশ্যই চিরাচরিত ধ্যানধারণার মানদণ্ডে। কিন্তু ওই যে নতুন স্বপ্নের বাহক নরেন্দ্র মোদীর আগমন পদধ্বনি তাঁরা টেরও পেলেন না, কচুকাটা হয়ে গেলেন। তথ্য অনুযায়ী তাঁর প্রচারের শেষ ৫০ দিনে মোদী ১৮৫টি কেন্দ্রে সভা করেছিলেন, এর মধ্যে ১৫৩ জন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। সঙ্ঘের সর্বসময়ের প্রচারক তো তিনি প্রায় কৈশোর বয়স থেকে ছিলেনই, কিন্তু পৃথিবীর গণতন্ত্রের ইতিহাসে এমন স্ট্রাইক রেটের নির্বাচনী প্রচারক যে আর পাওয়া যাবে না তা নিশ্চিত। অথচ দেখুন নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই পাটনার গান্ধী ময়দানের সভায় তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হলো। ৬ জন মারা গেলেন। আরও বহু ভয়ঙ্কর ভাবে জখম। সভা চালিয়ে গিয়েছিলেন অকুতোভয় মোদী। পরে নিহত-আহতদের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানাতে ভোলেননি। শত্রুপক্ষ যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির থেকে বেশি বুদ্ধি ধরে তা তারা মোদীকে নিকেশ করে দেওয়ার এই ঘৃণ্য চেষ্টার মধ্যেই প্রমাণ করেছিল। তারা বুঝেছিল ক্ষমতায় আসছেন মোদীই। পরে ধরা পড়ার পর এই দেশবিরোধী শক্তির ভাড়াটে খুনিরা (সংখ্যালঘু) স্বীকার করেছে তাদের খুনের উদ্দেশ্য। অথচ মিথ্যার কাদায় ডুবে থাকা জাতপাত সমীকরণে মগ্ন আমাদের বংশবাদী, জাতিবাদী, বিপ্লববাদী দেশবিরোধী রাজনীতিকরা যূথবদ্ধ ভাবেও তা আন্দাজ করতে পারলেন না। যখন করলেন তখন সব শেষ। এসে গেছে সেই ক্রান্তিকাল ১৫ মে-র রাত। কংগ্রেস মুখপাত্র রশিদ আলভি মিন মিন করে টিভিতে জানালেন— আমরা মমতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে সমর্থন করে আরও ধর্মনিরপেক্ষীদের নিয়ে সরকার গড়ব। শোনা যায় মোদীর ভয়ে তাঁদের ক'গাছা সাংসদ নিয়ে সিপিএমও নাকি জাতশত্রু দিদিকে সমর্থন দেওয়ার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

কারণ কি?

১৭ জানুয়ারির AICC'র সভায় তাঁর সীমিত মেধায় কংগ্রেস সহ-সভাপতি মোদীর মূল্যায়ন করে বলেন, বিরোধীদের বিপণন খুব ভাল হচ্ছে। তারা টেকো লোকেদের কাছে চিরুনি বিক্রি করতে চাইছিল, এখন তারা টেকোদের আবার চুলও কাটতে চাইছে। তাঁর এই বালখিল্য মূঢ় কৌতুকে মোদী ও তাঁর দলকে খাটো করার প্রচেষ্টায় চাটুকাররা ধন্য ধন্য করলেও দেশের জনতা যে সামূহিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনায় উদ্বেল তা বোঝা তাঁর জ্ঞানের পরিধিতে কুলোয়নি।

আবার দেখুন মিথ্যার কি চরম স্পর্ধিত আচরণ। স্বামী রবার্ট বঢ়রা যে রাতারাতি ৩৫০ কোটি টাকা কামিয়ে ফেলেছে, হরিয়ানা

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত

দুলালের ®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান - দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের® তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

PRASA-08

ও রাজস্থান সরকারের ওপর মায়ের সূক্ষ্ম নির্দেশে তা বিলকুল বিবেকের চৌহদ্দিতে না ঢুকতে দিয়ে রায়বেরিলীর ২৭ এপ্রিল-এর সভায় প্রিয়াঙ্কা মোদীর উদ্দেশে পাল্টা বললেন— ''দেশের উন্নতির জন্য ৫৬ ইঞ্চিও ছাতির দরকার পড়ে না, দরকার পড়ে নৈতিক শক্তির। উদার হৃদয়ের।'' মহাত্মা গান্ধীর পর নৈতিক শক্তির উল্লেখ করে এই ভোটে গান্ধীর আপ্ত বাক্যটিকে কলুষিত করলেন। বহুবারই দেখা গেছে ভোটের ঢাক বাজলেই তিনি ভারতীয় নারীর রূপকল্প ধরে শাড়ি ব্যবহার করেন। ভোট মিটলেই তাঁর মাতুলালয়ের সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে যান। এবারে মানুষ তাঁদের শঠতা হাতে নাতে ধরেছে। রাহুল গান্ধীর জয়ের মার্জিন ২ লক্ষের ওপর কমে গেছে। রাজনীতি যে পার্টটাইম জব নয় তিনি কবে বুঝবেন?

এই কপটতার প্রান্তসীমায় পৌঁছেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া। তিনি উত্তরপ্রদেশের ৮ মে-র সভায় বলেছেন, 'জাতপাতে'র রাজনীতি সেই দলগুলিই করে যারা বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জাতিদের নীচ ভাবে। তারা ক্ষমতার জন্য যে কোনো ঘৃণ্য কাজ করতে পারে। সত্যি জলে শিলা ভাসে? নির্বাচনের আগে মায়াবতীর কাছে হেরো দল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, জেলছুট লালুর 'যাদব' ভোট গোছাতে সমঝোতা করে, মুসলমান ধর্মগুরুদের কাছে ঘুরে ঘুরে সব টোটকাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ছেলেকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর তাঁর যে একবগ্গা প্রোগ্রাম তা আম আদমি বা জামাইয়ের বলা mango people এবার ক্যাচ করে ফেলেছে। হাতের কাছে পেয়েছে মোদীর মতো বিকল্প।

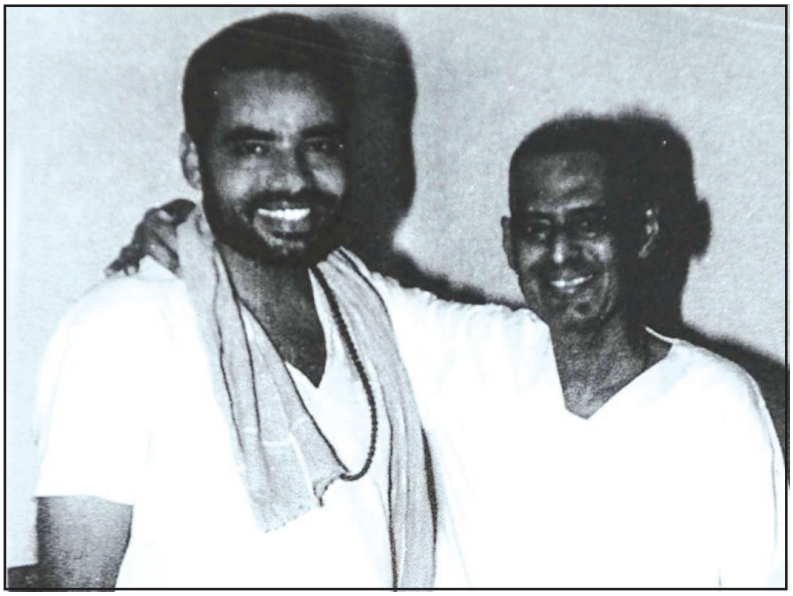

সঙ্ঘের তৎকালীন প্রচারক লক্ষ্মণরাও ইনামদারের স্নেহধন্য মোদী।

সম্ভাবনার রাজনীতি :

রাজনীতিতে সর্বদাই বলা হয় অসম্ভবকে সম্ভব করারই এক শিল্প। গরিবকে অনুদান দিয়ে টিকিয়ে রাখা আর এক বিরাট সংখ্যালঘু শ্রেণীর মধ্যে চিরস্থায়ী কাল্পনিক ভয় জিইয়ে রেখে ক্ষমতা হাসিল করার দুষ্টচক্র হয়ত চিরকালীনভাবে ভারতে ফুরিয়ে গেল। নিয়তির বিধানে পরিবারবাদের ওপর বলিদানের খড়্গ নামিয়ে এসেছে। হতাশায় নিমজ্জিত জাতি আশায় টগবগ করে আবার ছুটছে। সেই দৌড়ের নেতৃত্বে রয়েছেন ভদনগরের এক গরিব চাওয়ালা পরিবারের নরেন্দ্র মোদী। তিনি আজ প্রধানমন্ত্রীর ৭নং রেসকোর্স রোডের বাসিন্দা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষা ও অনুশাসনে পালিত একটি মানুষ আজ ভারত বদলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দেশের ৮২ কোটি ভোটদাতার বিশেষ করে তার পঞ্চমাংশ (১৬ কোটি) যুবক যুবতী অগাধ আস্থায় তাঁকে নিয়ে এসেছে। সেখানে কোনও জাতপাত, শ্রেণী, লঘু, গুরু কিছু কাজ করেনি। এই বিজয় পথে তাঁকে প্রথমে তাঁর নিজের দল তারপর দেশবাসীর মন জয় করতে হয়েছে। এই ভারত বিজয়ে বিজেপি আজ হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় দল। এ বড় কম কথা নয়।

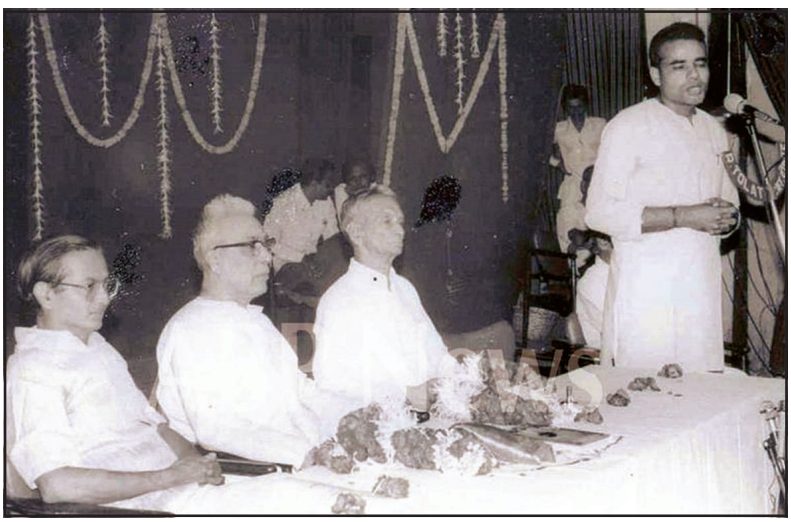

সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর উপস্থিতিতে মোদী (দাঁড়িয়ে)।

ভারত প্রথম :

আরোহণ পর্ব সমাপ্তির পর এবার দেশবাসীকে দেওয়ার সময় আসছে। গুজরাটের চারবারের মুখ্যমন্ত্রী শাসনকর্মে কোনো আনকোরা লোক নন। তবে তিনি শুধু দেশ শাসন নয় দেশ গড়তে চান। মোদীর ভাবনায় প্রথমেই রয়েছে কংগ্রেসের মুসলমানদের কাছে গিয়ে টুপি পরার দেখনদারি রাজনীতির বিলোপ। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দের ড্রাইভার

With Best Compliments From :

SIMPLEX INFRASTRUCTURES

KOLKATA, NEW DELHI, MUMBAI,

STEWART SECURITIES LTD.

Stock & Share Broker

Corporate Office :
9B, Wood Street, 2nd Floor
Kolkata - 700 016, India
vinodshah777@gmail.com
ho@stewartsecurities.co.in

Phone : +91 33 2290 0582
Direct : +91 33 2290 0580
Fax : +91 33 2283 7828
Mobile : +91 93310 32756

নবতিপর নিজামুদ্দিনকে অক্লেশে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। তাঁর 'ভারত প্রথম' ভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় পদক্ষেপ কি হতে পারে? এই সংখ্যালঘুরাই তো বিরোধীদের ভোট জীয়নকাঠি! তাই তো দেশের প্রধানমন্ত্রীর শপথের কথা ভুলে বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী গরহাজির থেকে মুসলিম ভোট সামলান। এর পরেই মহাগুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির অভিমুখ বদল। হতাশ ও হতোদ্যম যুবক যুবতীদের কাজ জোটাতে তিনি মুক্ত বাজার ও লাভজনক স্বনির্ভর প্রকল্পগুলির সন্ধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন দারিদ্র কি, আর অনুভব করেছেন তা থেকে মুক্ত হওয়ার যন্ত্রণা আরও কি প্রবল।

যাই হোক, গগনচুম্বী প্রত্যাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু চমকপ্রদ শুরুয়াত করলেন। ফার্স্ট ওভারেই ছয়-চার-এর বন্যা। সার্ক-এর সব প্রতিনিধি সর্বোপরি পাক-প্রধান নওয়াজ শরিফ দলবল মায় ছেলেকেও নিয়ে এসেছিলেন। শোনা যায় সরকারি স্তরে সফর নিশ্চিত করার অনেক আগেই মোদীর ব্যক্তিগত ফোনের জবাবেই তিনি ভারতে আসার অঙ্গীকার করেছিলেন। কূটনৈতিক চালের সার্থক প্রয়োগ করে আফগান প্রেসিডেন্ট কারজাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রথমে সেরেছেন। কারজাই-এর দেওয়া পাকিস্তানী জেহাদিদের হাতে- গরম তথ্য নিয়ে নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বসেছেন। সাক্ষাৎকারের বিষয়, ফলাফল সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে কি যে এমনটা আগেকার প্রধানমন্ত্রীরা কেউই ভেবে উঠতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে খুব হালকা চালে বলা হলেও পাক-প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ বলেছেন ভারত পাকিস্তান কি ইউরোপীয় দেশগুলির মতো মিলেমিশে থাকতে পারে না?

কেনই বা তারা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ঝগড়া করে দিন কাটাবে। নওয়াজ-কন্যার মুখে বলা হলেও এমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের পেছনে কি পাক-প্রধানমন্ত্রীর সায় নেই?

অন্যদিকে নির্বাচন পর্বে আগাগোড়া বংশবাদ-বিরোধী বক্তব্য রাখার পর নিজের মন্ত্রিসভা গড়ার সময় দিগগজ বিজেপি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক মোদী। চরম ব্যস্ততার মধ্যেও পত্র লিখছেন।

নেতাদের জিতে আসা ছেলেমেয়েদের কোনো জায়গা হয়নি। বিপুল চাপ তিনি উপেক্ষা করেছেন। আগের মতো না হলেও ঠিক তেমনই ছিল সফল শরিকদলের বাড়তি মন্ত্রক হাতিয়ে নেওয়ার চাপ। এখানেই তথাকথিত

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি কারজাই-এর সঙ্গে।

দিল্লীর রাজনীতির সঙ্গে একবারে বেখাপ্পা আগন্তুকের ভূমিকায় তিনি আপাতত সব দাবি দমিয়ে দিয়েছেন। দিল্লীর রাজনীতির যে তথাকথিত অলিখিত দেওয়া-নেওয়া, মুখে বিরোধিতা তলায় তলায় কিছু কিছু জরুরি আপস বোঝাপড়া তাঁর কুষ্ঠিতে নেই। তাই লুটিয়েন দিল্লীর ক্ষমতার অলিন্দে অজানা আতঙ্ক ভর করে। তিনি আনপ্রেডিক্টেবল তাই তিনি ভারতজয়ী মোদী। বিরোধীদের প্রত্যেকটি আক্রমণ তিনি নিজের স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

তাঁর আশু কাজ :

৪৫ জনের মন্ত্রিসভায় তিনি ছেঁকে লোক নিয়েছেন। তাঁকে তরুণদের চাকরি দিতে হবে। দেশের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু বিতরণের অর্থনীতির জমানা শেষ। চাই ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি। পরিকাঠামো, জমিনীতি বিনিয়োগমুখী থাকলে পুঁজি এমনি আসবে। এ তিনি ১২ বছর গুজরাটে পরীক্ষা করেছেন। তাই কি পূর্ণ কি উপমন্ত্রী, ঝাড়াই বাছাই করে সেরা লোকটিকেই নিতে চলেছেন। সংবাদসূত্র অনুযায়ী এঁরা কেউই পারিবারিক বা গোঁজ প্রার্থী নন। দু' একটা উদাহরণ— সুপ্রিম কোর্টে লড়াকু উকিল বিজেপি-র দীর্ঘদিনের মুখপাত্র শতকরা একশো ভাগ সৎ—রবিশঙ্কর প্রসাদ। আবার রাজ্যসভা বা লোকসভার কোনোদিনই সদস্য নন, বিজেপি-র বিধ্বংসী মুখপাত্র জে এন ইউ-র অর্থনীতির স্নাতকোত্তর নির্মলা সীতারামনকে বেছে নিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রকের জন্য। পীযূষ গোয়েল পেশায় চ্যাটার্ড অ্যাকাউনটেট— এই ক্ষুরধার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে চৌকস ব্যক্তিটিকে দিয়েছেন বিদ্যুৎ ও কয়লার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কলঙ্কিত দপ্তর, যেখানে কয়লা উত্তোলনই অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে আছে। মহারাষ্ট্রে গণপরিবহণ ক্ষেত্রে নজর কাড়া সাফল্য এনেছিলেন নীতিন গডকরি। তিনি পরিবহন পেয়েছেন। বিজেপি-র সব দপ্তরে খাপ খেতে পারে সেই ব্যক্তিত্ববান অরুণ জেটলী টলমল করা অর্থ দপ্তর দেখবেন। তাঁকে মূল্যবৃদ্ধি কমানো, চলতি ও রাজস্ব দুই খাতেই ঘাটতি অবিলম্বে কমাতে হবে। বাড়তি বলার দরকার নেই। যাঁরাই ছিমছাম, চনমনে, কর্মোন্মুখ এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের পর্যালোচনা করবেন তারা সহজেই বুঝবেন এক ব্যাধিগ্রস্ত জাতির নিরাময় কর্মে এই টিম নিয়েই তিনি নিদান বের করবেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে এক ব্যাকুল দেশ।

নতুন ভারতের দিকে পদক্ষেপ মোদীর

অর্ক ব্যানার্জী

পূর্বতন সরকারের দুর্বলতাগুলো বিন্দুমাত্রও যাতে নতুন সরকারের ক্ষেত্রে আবার না ঘটে তা নিয়ে প্রথম থেকেই বিশেষ ভাবে সতর্ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘদিন বাদে ভারত এমন এক প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে যিনি শক্ত হাতে দেশের হাল ধরতে চলেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালেই কংগ্রেস মুক্ত ভারত ও নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপই সেই নতুন ভারত গড়ার বার্তা বহন করছে।

কালোটাকা, স্বজন-পোষণ, দুর্নীতির প্রতিকার-সহ বেকারত্ব দূরীকরণ, সার্বিক উন্নয়ন সবক্ষেত্রেই মোদীর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। জনসংযোগেও তিনি পিছিয়ে থাকতে চান না। সোস্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছেন গণ-সংযোগে। এবার বিস্তারিত ভাবে তাঁর পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

কালোটাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ভারতীয় কালোটাকা উদ্ধারে এ মাসের প্রথমেই দেশের শীর্ষ আদালত সরকারকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। ইউপিএ সরকার তার বক্তব্যে জানিয়েছিল যে যেহেতু একটি তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে কাজ করছে, তাই আর একটি বিশেষ টিম গঠন করলে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ফের নির্দেশ দেয় বিশেষ টিম গঠন করতে। গত ২১ মে মনমোহন সিং সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানায় যেহেতু তাঁর সরকার তদারকি সরকার তাই আপাতত কয়েকদিন সময় দেওয়া হোক, যাতে নতুন সরকার এসে এস আই টি বা সিট গঠন করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত সাত দিন সময়ও দেয়। মঙ্গলবার ছিল সেই সময়সীমা মেয়াদের শেষ দিন। তাই মোদী সরকার একটুও দেরি না করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ তো মান্য করতেই হোত, কিন্তু কালোটাকা যেহেতু সম্পূর্ণভাবে বিজেপি-র দীর্ঘদিনের ইস্যু তাই মোদী যে তদন্ত টিম গঠনের নির্দেশ দিলেন তা নজিরবিহীন উচ্চ পর্যায়ের।

বিচারপতি এমবি শাহ ও অরিজিৎ পারসয়েতের নেতৃত্বে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা হলেন দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা সংস্থা, গুপ্তচর সংস্থা এবং আর্থিক বেনিয়মের তদন্তকারী সংস্থাগুলির শীর্ষকর্তারা।

কারা থাকছেন এই স্পেশাল টিম-এর সদস্য?

আই বি'র ডিরেক্টর, সিবিআই-এর ডিরেক্টর, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র)-এর ডিরেক্টর, ফিনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্সের ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স ডিরেক্টর, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর, ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব। ২০০৯ সাল থেকে বিজেপি কালো টাকাকে ইস্যু করেছে; আজ মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই সেই তদন্তের কাজ এত উন্নত পর্যায়ে ও দ্রুত গতিতে করবে তা রীতিমত

আলোড়িত করছে রাজনৈতিক মহলকে।

স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা

নরেন্দ্র মোদী প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মন্ত্রীদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন— কোনও আত্মীয়কে ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। সরকারি প্রশাসনতন্ত্রে প্রথম থেকেই কর্মীবর্গ ও অভিযোগ সংক্রান্ত মন্ত্রক এবং পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং-কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ও মোদী একই নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রীদের। সেই নির্দেশ এখনও বহাল রয়েছে গুজরাটে। আক্ষরিক অর্থে ব্যক্তিগত কর্মী বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ মন্ত্রীদের আপ্তসহায়ক ও সমপর্যায়, এই নির্দেশ সেই সীমাকে অতিক্রম করে সচিব পর্যায় পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বলা হয়েছে কোনও মন্ত্রী তাঁর খেয়াল খুশিমতো পছন্দের লোককে সচিব পদে নিযুক্ত করতে পারবেন না। প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা হয়েছে তার পিছনে রয়েছে বিদায়ী সরকারের কেলেঙ্কারি থেকে নেওয়া শিক্ষা। সমস্ত কেলেঙ্কারির পিছনের ছিল কোনো-না-কোনো মন্ত্রীর পছন্দের লোক কিংবা আত্মীয় পরিজন। তাই নতুন সরকারের ক্ষেত্রে যাতে এই ধরনের প্রবণতা না দেখা দেয় সেই কারণেই সতর্ক নরেন্দ্র মোদী। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো প্রাক্তন মন্ত্রী (রেল) পবন বনসল তাঁর অফিসে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) পদে নিয়োগ করেন তাঁর জামাই বিতুল কুমারকে। বোনের দেওর রাহুল ভাণ্ডারি ছিলেন বনসলের আপ্তসহায়ক। আত্মীয়দের দুর্নীতির জন্যই শেষ পর্যন্ত চাকরি খোয়াতে হয় বনসলকে। গতবার লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে ১২৩ জন এমন সাংসদ ছিলেন যাঁরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে রেখেছিলেন। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যসভার এথিক্স কমিটি নির্দেশিকা জারি করে বলে রাজ্যসভার সাংসদরাও যাতে এই ধরনের কাজ না করেন। তাঁরা কাদের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ করছেন তা জানাতে হবে এথিক্স কমিটিকে।

ইউপিএ আমলের দুর্বলতাগুলিকে এ ভাবেই কাটিয়ে উঠতে চাইছে মোদী সরকার। ইউপিএ জমানায় সরকারের উপরে মনমোহন সিংয়ের কোনো কর্তৃত্বই ছিল না। সে জন্যই টু-জি'র মতো কেলেঙ্কারি হয়েছিল। মনমোহন নিজে স্পেকট্রাম নিলামের পক্ষে থাকলেও, আন্দি মুথু রাজা তাতে কান দেননি। কিন্তু মোদী সরকার এভাবে চলবে না। পুরো মন্ত্রিসভার উপরেই থাকবে প্রধানমন্ত্রীর অবিংসবাদী কর্তৃত্ব।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

প্রধানমন্ত্রী আরো একটি বিশেষ বিষয়ে খুবই গুরুত্ব পোষণ করেছেন। তিনি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মজবুত করার জন্যে প্রত্যেকটি রাজ্যকেই সমানভাবে দেখবেন। সব রাজ্যের সমস্যার কথা তিনি শুনবেন। স্বচ্ছ প্রশাসনিক ভাবমূর্তি গড়ে তুলে সরকারের প্রতি জনতার আস্থা যাতে সব সময় বজায় থাকে সে বিষয়ে সতর্ক তিনি। কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্কের বুনিয়াদ শক্ত হওয়ার ওপরেই সারা দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। তাই সমস্ত অঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেই শলাপরামর্শে বসতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক যত নিবিড় হবে তার মধ্যে দিয়ে উন্নয়ন মডেল ততবেশি ত্বরান্বিত হবে।

প্রশাসনে গতি রক্ষার চেষ্টা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বতঃস্ফূর্ত করে গড়ে তুলতে আগ্রহী মোদী সরকার ফেসবুক, ট্যুইটার প্রভৃতি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমেও মানুষের অভিমত নেবে। এই উদ্যোগ স্বাধীনতার ৬৭ বছরে কোনো সরকার নেয়নি। এই মর্মে www.narendramodi.in নামে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে ২টি লিঙ্ক আছে। একটি 'connect with narendramodi' প্রথমটিতে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি যে কোনও বিষয় অভিমত দেওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে 'serve the nation' নিজের দক্ষতাগত যোগ্যতা জানিয়ে অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের জন্য আবেদন করা যাবে। এটা এক ধরনের অনলাইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। সব মিলিয়ে কংগ্রেসের নেহরুভিয়ান সমাজবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে দেশকে উন্নয়নের পথে তীব্র গতিতে নিয়ে যেতে আগ্রহী মোদী সরকার।

বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও শপথ গ্রহণের দিনই কড়া বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানকে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষকেও হিন্দু তামিলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও শান্তি গড়ে তোলার বিষয় বলেছেন মোদী। খুচরো ব্যবসায় বিদেশী লগ্নির অনুপ্রবেশ নিয়েও মোদী সরকার খুবই সতর্ক। সুতরাং মোদী সরকার দ্রুত গতিতে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর, এটা এখন স্পষ্ট।

SANGAM TRADERS

Specialist in :

COTTON, VOILE & SYNTHETIC SAREES

201-B, Mahatma Gandhi Road
Sadasukh Katra (1st Floor)
Kolkata - 700 007

MANY NEEDS. ONE NAME.

khaitan®

Congratulations

Mr. Narendra Modi

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agent.

Admn. Office

25, Princep St. Kolkata-700 072
Phone : 22377880/85, 22251050/7924
Fax : 91 (33) 22250221, 033-22363754
Telegram : LIBRAJUT
e-mail : cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

বিদেশনীতির প্রথম সাফল্যে বাড়ছে মোদীর যশ

তরুণ বিজয়

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই-সহ সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রিত করে বিরোধীদের হতবাক করে দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা তাঁকে 'পাকিস্তান ও মুসলমান বিরোধী' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এমতাবস্থায় নরেন্দ্র মোদীর এই পদক্ষেপ তথাকথিত সেকুলার ভাবনা ভেঙেচুরে এক নতুন আশার আলো দেখিয়েছে যা সকলকেই প্রশংসা করতে হয়েছে। বাস্তবে মোদী সরকারের সংকল্পই হলো বেহাল অর্থব্যবস্থা ঠিক করা ও শক্তিশালী বিদেশনীতি গ্রহণ করা। মোদী সরকার গড়ছেন খবরেই টাকার দাম বাড়তে শুরু করেছে এবং জাপান, চীন, কোরিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এক নবীন উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক দৃষ্টিতে জাপান ভারতের সর্বোত্তম মিত্রদেশ বলা যেতে পারে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিঞ্জো আবে সবচেয়ে প্রথমে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে জাপানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী জুলাই মাসে বৈঠকে ব্রাজিল যাবেন। ব্রাজিল যাওয়ার পথে জাপান যেতে পারেন। এবং এভাবেই তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রা জাপান দিয়েই শুরু হতে পারে।

বর্তমানে সামরিক দৃষ্টিতে সমুদ্র উপকূলকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারত মহাসাগর, দক্ষিণচীন সমুদ্র ও প্রশান্ত মহাসাগর ভবিষ্যৎ সামরিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যা ভারত-সহ এশিয়ার দেশগুলির অর্থ ব্যবস্থা প্রভাবিত করে থাকে। এজন্য ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত আর্থিক সংগঠন 'ব্রিক্স' এখন ব্রেটনউড-এর মতো সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মোদী সরকারকে ব্রিক্স ও আসিয়ান-এর প্রতি বেশি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারত-চীন সম্পর্ক। যদিও চীনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ চার হাজার কিলোমিটার সীমাবিবাদ আছে, তবু নরেন্দ্র মোদীকে এটাই মানতে হবে যে, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নীতি বজায় রেখে বিবাদ মীমাংসার প্রক্রিয়া জারি রাখতে হবে এবং বিবাদ-রহিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক বর্তমান স্তর ২০১৫-তে বেড়ে হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার। চীন ভারতের শত্রু বা মিত্র হোক কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী দেশ যা পৃথিবীর মধ্যে সামরিক ও আর্থিক স্থিতিতে সুপার শক্তি। তাই এটা অনুভব করা এবং চীনের সঙ্গে বার্তা ও সহযোগিতার ক্রম জারি রাখা ভারতের পক্ষে এক পরিপক্ক বিদেশনীতির অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কোনো চাপের কাছে আমাদের মাথানত করতে হবে যা ইউপিএ সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রথম নেতা যিনি অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় চীনের আগ্রাসন-নীতির বিরুদ্ধে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এর আগে ভারতের কোনো নেতা এই রকম ভাষা ব্যবহার করেননি। পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরে চীনের ঘাঁটি নির্মাণ বা অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট এলাকায় চীনের রবরবা ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় চীনের সক্রিয়তা বা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান আমাদের খুবই চিন্তার বিষয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শক্তি বাড়িয়ে পূর্বদিকের সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মিত্রতা ও সামরিক সম্পর্ক মজবুত করা খুবই প্রয়োজন। চীনও ভারতের সঙ্গে মিত্রতা বাড়ানো ইঙ্গিত দিয়েছে এবং মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বিশেষ প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই চীনও নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেনি এবং পৃথিবীর কোনো বিদেশী ভাষায় (ইংরেজি ছাড়া) চীন-ই আমার লিখিত নরেন্দ্র মোদীর বিকাশ দৃষ্টি ও জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

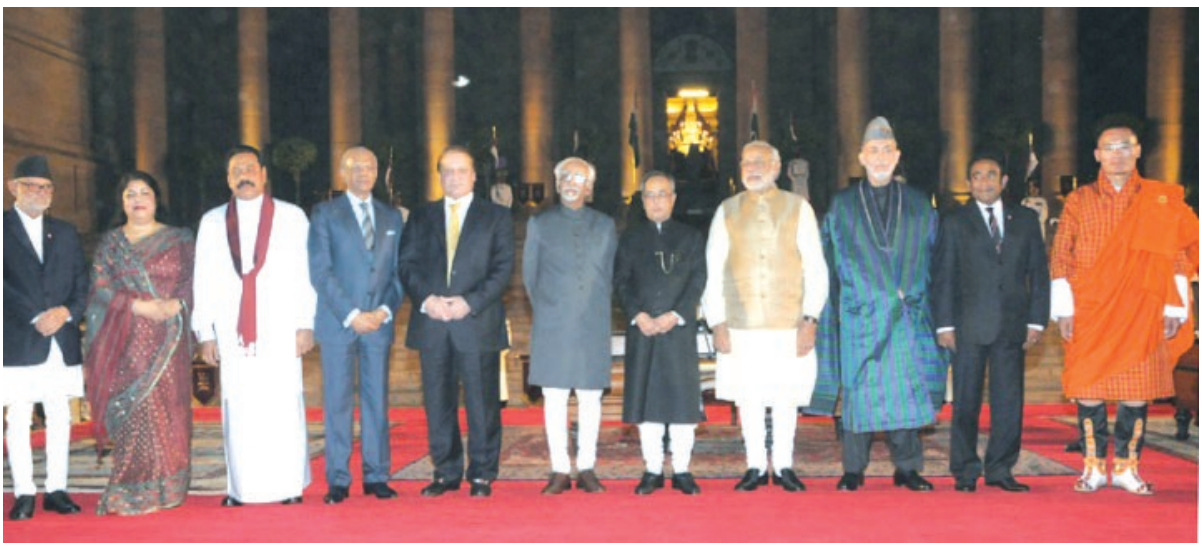

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সার্ক দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ফঃ ৪

PERSONAL LOAN * HOUSE BUILDING LOAN * BUSINESS LOAN

Mishra Consultants & Cadital Services

KOLKATA

(M) : 08670192630

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের

অত্যাধুনিক গয়নার

ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন

9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,

রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের

ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,

ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

ভারতের অন্য এক সর্ব সময়ের বন্ধুরাষ্ট্র হলো রাশিয়া ও ইজরায়েল। গত ১০ বছরে মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে মনমোহন সরকার ইজরায়েলের কোনো বড় নেতাকে আমন্ত্রণ করেননি। খুবই উপযোগী পদক্ষেপ হবে যদি মোদী সরকার ইজরায়েলের কোনো বড় নেতাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ভারতের একনিষ্ঠ মিত্র। এখনো ভারতের ৮০ ভাগ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অর্থাৎ যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন, রণতরী ও অস্ত্রশস্ত্র রাশিয়া থেকেই আসে। মানুষের ইচ্ছা নরেন্দ্র মোদী রাশিয়ার পুতিনের মতো শক্তিশালী জাতীয় নেতা হয়ে ওঠুন। ইউপিএ সরকার পুতিনের সঙ্গে অতটা উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা দেখাননি, যতটা তাদের আমেরিকার প্রতি ছিল। এই অসাম্যকে ঠিক করতে হবে।

আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে পরম্পরাগত মৈত্রী সম্পর্ক জারি রাখতে হবে, কিন্তু মনমোহন সরকারের মতো মাথা নীচু করে নয়। যদি মোদী সরকার কোনোরকম পূর্বশর্ত ছাড়াই আমেরিকার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সামরিক সহযোগিতার রাস্তা বের করতে পারে তো আমেরিকার কাছে আশা থাকবে সে পৃথিবীর দাদাগিরির নীতি ছাড়বে।

নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা মৈত্রী সম্পর্কে আমাদের প্রধানস্থানে আছে। ইউপিএ সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য নেপাল মাওবাদের কাছে মাথা নত করেছে। ভারতে নেপালের সঙ্গে পরম্পরাগত সম্পর্ককে পুনর্জীবিত করতে হবে। এত কিছুর ফলে নরেন্দ্র মোদীর বিদেশীনীতি সফল হবে—এরকম বিশ্বাস দেশবাসীর আছে।

(লেখক রাজ্যসভার সাংসদ ও বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে মোদীর জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ "আপনার (মোদীর) সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্ব বাংলাদেশ-ভারত এবং বিএনপি-বিজেপি সম্পর্ক অতীতের চেয়ে আরও জোরদার হবে। সার্কের গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে আপনি এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।' নরেন্দ্র মোদীকে এভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপি-র চেয়ারম্যান ও খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী অতীতের সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাবেন। এতে সংখ্যাধিক্য জনগণের

বাংলাদেশের প্রতিনিধি মিরিনা শামরিন চৌধুরীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী।

নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে। ভারত হয়ে উঠবে বাংলাদেশের সর্বসাধারণের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র। একদেশদর্শী ভূমিকার অবসান হবে।" উল্লেখ্য, ১৬ মে ভোট গণনার দিন নরেন্দ্র মোদীর জয়ের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে সবার আগে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠান খালেদা জিয়া। নরেন্দ্র মোদীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে প্রভাব ফেলেছে, কট্টর ভারত-বিরোধী বলে পরিচিত বিএনপি নেতাদের মোদীকে এই বার্তা পাঠানোই তার প্রমাণ। বিজেপি মানে সাম্প্রদায়িক দল— এমন ধারণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিক নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের ঐতিহাসিক আয়োজনে সার্ক নেতাদের আমন্ত্রণ ও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় অবৈধ বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের ঠেলে দেশের মাটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘোষণা উদ্বেগ তৈরি করেছে। তা সত্ত্বেও দু'দেশের রাজনৈতিক ধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিক ও রাজনীতি বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, মোদী শপথ গ্রহণ করেই সার্ক নেতাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় একটা শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে চান। তামিল নেতারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রাজাপক্ষেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঢাকার বিশ্লেষকরা বলছেন, নওয়াজ শরিফ ও রাজাপক্ষেকে আমন্ত্রণ এ দুটোই ছিল কঠিন সিদ্ধান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়ান এমন এক অধ্যাপক বলেছেন, মোদীর আমলে তিস্তাচুক্তি স্বাক্ষর ও সীমানা সমস্যার সমাধান হবে। লক্ষণীয়, টেলিভিশন টক-শোতে পরিচিত ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের বিষয়টি হঠাৎ করেই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। ঘটনা হচ্ছে, ইসলামিক দলগুলির মাথার ছাতা বিএনপি এবং খালেদা জিয়া ও তারেক। তারাই যখন ভারতের দিকে তাকাচ্ছে তখন তাঁদের কিই-বা করার থাকে। জামায়াত তো এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও যুদ্ধাপরাধী নেতাদের বাঁচাতে ব্যস্ত।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে দশসূত্রী চ্যালেঞ্জ

এই দৃঢ় পদক্ষেপ যেন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই।

তারক সাহা

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশে বিজেপি সরকার গড়া। একা নিজে সেই চ্যালেঞ্জ নিজের চওড়া কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছেন ২০১৪-র নির্বাচনী অগ্নিপরীক্ষায় সফলতম একজন কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন গত ২৬ মে। গগনচুম্বী প্রত্যাশা এই নেতার ওপর সারা দেশের। সদ্য প্রাক্তন হওয়া ইউপিএ সরকার দেশের সামনে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা রেখে গেছে। দেশের উন্নয়নের হার ৪ শতাংশ, ডলারের তুলনায় টাকার দাম সর্বনিম্নে নেমেছিল ছেড়ে যাওয়া কংগ্রেস জমানায়, কৃষির উন্নয়ন ১.৫ শতাংশে, শিল্প উৎপাদনের হার ২ শতাংশে এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যা তা হলো বে-রোজগারি, যাতে সামিল প্রায় দেশের ১০ শতাংশ মানুষ।

চ্যালেঞ্জের দু-নম্বর হলো বাজেট। প্রথামত এবছরের মার্চে ইউপিএ সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট করেনি। এবারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট করবে নতুন সরকার। জুলাইয়ে সেই বাজেট পেশ হবে। মনমোহন সরকারকে লোক গালমন্দ করছে তাঁর নীতি-পঙ্গুত্বের জন্য। ইউপিএ-র সংসদে বহুমত ছিল না, তাই নানা চাপে নীতি গ্রহণে ব্যর্থতাই ইউপিএ-২ সরকার পতনের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নিজের দলেরই স্পষ্ট বহুমত রয়েছে। সুতরাং বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণে কোনও অন্তরায় থাকবে না। কাজেই পূর্ণাঙ্গ বাজেট জুলাইয়ে যখন সংসদে পেশ হবে তখন মানুষ আশা করছে উন্নয়নমুখী বাজেট। মানুষ যখন মোদীর সঙ্গে তাই মানুষ চায় কাজ আসুক সকলের হাতে। মনমোহনের শেষ জমানায় উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হয়ে বরং নেতিবাচক হয়েছে। কৃষির উন্নয়ন নেমে এসেছে ১.৫ শতাংশে। শিল্পের উন্নয়ন হয়েছে

গুরুদায়িত্ব সামলানোর আগে মা হীরাবেনের কাছে আশীর্বাদ নিচ্ছেন মোদী।

তিন শতাংশ। সুতরাং দেশের বণিকমহলের ভরসারস্থল মোদী। নইলে নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন এক ঝটকায় সেনসেক্স উঠে গিয়েছিল বারো শ' পয়েন্ট। ডলারের দাম থিতু হয়েছে ৫৮ টাকার আশে-পাশে যা গত ১১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোদীর সামনে।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা। দেশজুড়ে শিক্ষা জগতে চলছে চরম নৈরাজ্য। তৈরি হয়েছে বৈষম্য। কেন্দ্রীয় দুই শিক্ষা পর্ষদ (আইসিএসই এবং সিবিএসই)-র তুলনায় শিক্ষার মান অনেক নীচে প্রাদেশিক শিক্ষা পর্ষদগুলির। সংবিধান রচনাকালে শিক্ষা ছিল যৌথ তালিকাভুক্ত। এই বৈষম্যের শুরু এখান থেকেই। ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়েছে এইসব পর্ষদগুলির পঠন-পাঠনে। তাই এইসব পর্ষদ থেকে সফল হওয়া ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে দেশের প্রশাসনিক চাকরিতে পূর্বাঞ্চলের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য এবং এখন তা নিতান্তই নগণ্য। বাংলায় নির্বাচনী সভায় বার বার মোদী বলেছেন যে দেশের পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হলেও তা একেবারেই হয়নি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে চাই দেশের চারটি অঞ্চলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, নইলে দেশ এগোবে না। তাই শিক্ষার ভূমিকা দেশ নির্মাণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে 'এক দেশ এক শিক্ষা' নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো গত সরকারে কিছু নীতির অদল বদল ঘটানো। বিভিন্ন প্রচারকালে রাহুল আধার কার্ড চালু করাকে ইউপিএ-র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বলে দাবি করেছেন। বিপুল অর্থ প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই প্রকল্পে, কিন্তু দেশের উচ্চতম আদালত একে নাগরিকত্বের বৈধতা বলে

স্বীকার করেনি। সুতরাং আধার কার্ডের বিষয়টা জলের অতলে ডুবে গেল।

কংগ্রেসের আরেকটা অভিজাত প্রকল্প— মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পটি শিকেয় তুলে দিতে চাইছে বিজেপি। অর্থবহ কিছু না হয়েও প্রচুর ধনরাশি অকারণে খরচ হচ্ছে 'ডোল' হিসেবে। লোকসভায় গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় গরিষ্ঠতা না থাকার দরুন মোদীকে বেগ পেতে হবে এই অপচয় বন্ধ করতে। নির্বাচনী বাজার গরম থেকে ক্রমশ ঠাণ্ডা হলেও প্রকৃতির রোষ থেকে যেন নিস্তার নেই সাধারণ মানুষের। প্রায় খরা পরিস্থিতি দেশজুড়ে অবশ্যই মোদীর কপালের ভাঁজ বাড়াবে। দেশের সর্ববৃহৎ বণিক সভা জানিয়েছে যে, E-1 Nano-র প্রভাবে দেশে যে খরার পরিস্থিতি হয়েছে তাতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে গড় জাতীয় উৎপাদনের ১.৭৫ শতাংশ ক্ষতি হবে যার আনুমানিক পরিমাণ হলো ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। আবহাওয়াবিদরা অশনি বার্তা দিয়ে রেখেছেন যে, এবারে জাতীয় গড় বৃষ্টিপাতের থেকে অনেক কম বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। জাতীয় গড় বৃষ্টিপাত হলো ৮৮০ মিলিমিটার। তাই মোদীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ যেভাবে হোক আগামী পাঁচ বছরের দেশের প্রাক্-মৌসুমী বৃষ্টিপাতকে চাষের কাজে ব্যবহার করা। মোদীর অপর মাথাব্যথার কারণ হবেন মমতা। রাজ্যে ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি আসন জিতে নতুন লোকসভায় চতুর্থ

শপথ গ্রহণের পর স্বাক্ষর করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।

বৃহত্তমদল হিসেবে উঠে এসেছে তৃণমূল। পুরাতন ঋণের ওপর সুদ যাতে দিতে না হয় তার চেষ্টা চালাবেন তিনি। যেহেতু বিজেপি-র রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাই মমতার প্রয়োজন হবে।

সপ্তম চ্যালেঞ্জ হলো মোদীর 'পূর্বে তাকাও' স্লোগান। গত ৬৫ বছর ধরে পূর্ব ভারত বঞ্চিত উন্নয়নের গতি থেকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে সময় সময় বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বাড়-বাড়ন্ত। এই বৈষম্য ঘুচিয়ে সারাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে পূর্ব ভারতকে কীভাবে মোদী যুক্ত করেন সেটাই এখন দেখার।

নির্বাচনী সংস্কার হলো অষ্টম বড় মুদ্দা মোদীর সামনে। এবারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বার বার সংঘাত হয়েছে বিভিন্ন বিরোধী দলের, বিশেষত এ রাজ্যে যখন শাসক দল রিগিং নামক পুরাতন অস্ত্র দিয়ে বিরোধী কণ্ঠরোধ করতে উদ্যোগী তখন নির্বাচন কমিশন বেবাক চুপ। আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারি বর্তমান নির্বাচন আয়োগের কার্যকাল সমাপ্ত হবার পর মোদী ওই পদে কাকে বসান সেটাই সকলের নজর।

নতুন সরকারের বদলের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে একটা বড় ঝাঁকুনি আসে, সেটাই দস্তুর। এখন মোদী চাইবেন তাঁর নিজস্ব আমলা তাঁর সরকার পরিচালনায় সামিল হোক। যাঁদের সহায়তায় তিনি এইসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষম হবেন।

৪৪২ জন কোটিপতি সাংসদ

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরই প্রকাশ্যে উঠে এল দেশের রাজনৈতিক দলগুলিতে কোটিপতি সাংসদ এবং তাদের টাকার অঙ্ক। সেই সঙ্গে যাদের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে তাদের নামও উঠে এসেছে সমীক্ষাতে। দেখা যাচ্ছে, মোট ৪৪২ জন কোটিপতি সাসংদের মধ্যে বিজেপি-তে কোটিপতির সংখ্যা ২৩৭। আবার তেলুগু দেশম পার্টির মধ্যে রয়েছে সব থেকে ধনী সাংসদ। তাদের এমপি জয়দেব গাল্লার সম্পত্তির পরিমাণ ৬৮৩ কোটি টাকা। ৫৪১ জন বিজয়ী সাংসদের মধ্যে ১৮৬ জনের নামে ফৌজদারি মামলা এবং ১১২ জনের নামে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তবে কোটিপতিদের সংখ্যায় কংগ্রেসে ৩৫ জন, এ আই এ ডি এমকে ২৯ জন, তৃণমূল কংগ্রেসে ২১ জন, যাঁদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬৫০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই সমস্ত দলের গড় সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমানে ১৪.৬১ কোটি টাকা। যেখানে ২০০৯ সালে ৫২১ জন বিজেপি সাংসদদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। তেলেঙ্গানার রাষ্ট্রসমিতির চেলভেলার এমপি কোন্ডাবিশ্বেশ্বর রেড্ডির সম্পত্তির পরিমাণ ৫২৮ কোটি টাকা। এছাড়াও বিজেপির নরসপুরম থেকে নির্বাচিত সাংসদ গোকারাজু— গঙ্গা রাজু তৃতীয় কোটিপতি, যাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ২৮৮ কোটি টাকা। সব থেকে কম সম্পত্তির অধিকারী বিজেপির রাজস্থান সিকার থেকে নির্বাচিত সাংসদ সুমেধানন্দ সরস্বতী, যাঁর টাকার পরিমাণ মাত্র ৩৪,৩১১ টাকা। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রামের সাংসদ উমা সোরেনের সম্পত্তির পরিমাণ ৪.৯৯ লক্ষ টাকা।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে মোদীর অভিনব উদ্যোগ

ট্যুইটার ফেসবুকে মন্ত্রীদের অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মন্ত্রীদের এবার সরাসরি ফেসবুক ট্যুইটার-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে অ্যাকাউন্ট আর পেজ খুলতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে জনসংযোগ গড়ে তুলতে পারলে নানান ধরনের নতুন নতুন ভাবনা চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ যেমন মিলবে তেমনই মন্ত্রীদের কাজকর্ম সম্পর্কেও মানুষ তাঁদের পেজ ও প্রোফাইলে অবহিত হতে পারবেন। এর ফলে খুব সুন্দর একটা সংযোগ গড়ে উঠবে প্রশাসন ও মানুষের মধ্যে। ভারতের গণতন্ত্রে মানুষই যে অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ সেটাই আরো বেশি জোরদার হবে এর মধ্য দিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সরাসরি আলাপ আলোচনারও সুযোগ ঘটবে মন্ত্রীদের। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন ওয়েব পেজ ও সাইটে— আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর জনপ্রিয়তা ছিল শীর্ষে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই নতুন সরকার মানুষের রায় জানার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকেই বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। মোদী বিগত দু'বছর ধরে নিজেই টুইটারে আছেন। রাজনাথ সিং, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলি, বেঙ্কাইয়া নাইডু, নীতিন গডকরি, রবিশংকর প্রসাদ, স্মৃতি ইরানীর মতো বিশিষ্ট ক্যাবিনেট মন্ত্রীর প্রত্যেকেরই ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের দেখভালের দায়িত্বে ওএসডি হীরেন জোশীর অধীনস্থ বিশেষ টিম। অন্যটি **PMO India** নামে প্রোফাইলের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকরা। সরকারের নতুন নতুন কর্মনীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরাসরি জনমত সমীক্ষার মঞ্চ হিসেবে যোগদান মিডিয়াকে খুবই গুরুত্বের চোখে দেখছেন নরেন্দ্র মোদী।

সাধারণ দেশবাসীও সরাসরি পরামর্শ দেবে প্রধানমন্ত্রীকে

এখন থেকে সরাসরিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে জাতির সেবায় যে কোনো মানুষই নিজের মতামত পৌঁছে দিতে পারবেন। এই মর্মে একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। **www.narendramodi.in** এই ওয়েব সাইটিতে ২টি লিঙ্ক থাকছে। একটি হলো— '**Connect with Narendramodi**' আর অন্যটি হলো— '**Serve the nation**'

'**Serve the nation**' কলামে যে কেউ অনলাইন ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে নিজের শিক্ষা, কাজের ক্ষেত্র দক্ষতাগত যোগ্যতা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পূরণ করে জমা দিতে পারবেন। নিজের বিশেষ আকর্ষণীয় কাজের ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করতে পারবেন। এটি একটি অভিনব উদ্যোগ; যা দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে নতুন দিশা দেখাবে। পাশাপাশি দেশ গঠনে প্রত্যেকেই নিজের মতামত ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে জাতির সেবায় নিজের ভূমিকাও নিতে পারবেন। সাধারণ মানুষের মতামতকে রাষ্ট্র পরিচালনায় মোদী সরকারই বোধহয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রভাই মোদীকে জানাই শুভেচ্ছা

— পদ্মনাভ লাহিড়ি

নরেন্দ্র মোদী সরকারে নারীশক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মোদী মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে স্থান পেয়েছেন ৭ জন মহিলা।

সুষমা স্বরাজ : বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে সারাদেশেই তিনি সুপরিচিত। প্রখর

রাজনৈতিক বক্তা। সুদক্ষ প্রশাসকও। দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-তে যোগদান করেন ১৯৭০ সালে। আর এস এস স্বয়ংসেবক হরদেব শর্মার মেয়ে সুষমা অম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৯৭৭ এবং ১৯৮২-তে হরিয়ানা বিধানসভার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর দেবীলাল সরকারের আমলে অল্প বয়সেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী হন। ২৭ বছর বয়সে হরিয়ানা বিজেপি-র রাজ্য সভানেত্রীও হন। ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রথমবার দিল্লীর মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এবার ২০১৪-র নরেন্দ্র মোদীর ক্যাবিনেটেও তাঁর স্থান হয় বিদেশমন্ত্রী হিসাবে। তিনি গত ১০ বছরে পৃথিবীর সামনে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। বারাক ওবামা থেকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই সুষমাজীকে পছন্দ করেন। স্বহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা সুষমা স্থান করে নিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্বের তালিকায়। মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকটি তাই তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।

এস নাজমা হেপতুল্লা : একসময় রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ হিসাবে

সুপরিচিত ছিলেন তিনি। এরপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সালে বিজেপি-তে যোগদান করেন। দেশে মানুষের নিরাপত্তা, নারী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে তার বহু পুস্তক দেশ-বিদেশে সাড়া জাগিয়েছে। জুলজিতে মাস্টার্স করার পর ডেনভোর ইউনিভার্সিটিতে পি এইচ ডি করেন। শ্রীমতি হেপতুল্লা ১৯৮৬-২০১২-এর মধ্যে পাঁচবার লোকসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও ১৯৮৫-তে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবেও নিযুক্ত ছিলেন। দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তিনি প্রার্থীও হয়েছিলেন। কিন্তু ইউপিএ-এর প্রার্থী হামিদ আনসারীর কাছে তিনি পরাজিত হন। অবশেষে ২০১৪-তে নাজমা হেপতুল্লা মোদী মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী। সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর হাতে আসতেই তাঁর সাহসী মন্তব্য— মুসলমান নয়; পার্সি, খৃস্টান, জৈন ও বৌদ্ধরাই প্রকৃত সংখ্যালঘু। এক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

উমা ভারতী : ৫৫ বছরের উমা ভারতী একসময় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

আর এবার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। এই নিয়ে এনডিএ সরকারের আমলে দু'দুবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়স থেকেই বিজেপি দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নানান সামাজিক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বিশেষ করে 'গঙ্গা বাঁচাও অভিযান' আন্দোলনে তিনি দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। উমাভারতী ১৯৮৪ সালে প্রথম নির্বাচনী রণাঙ্গণে পা রাখেন। লোকসভা ভোটের যুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো থেকে প্রথম জয় আসে ১৯৮৯ সালে। এরপর ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে মধ্যপ্রদেশ থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে তিনি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি থেকে জয়লাভ করেন। জল সম্পদ ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন দপ্তর পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

মানেকা গান্ধী : ১৯৮০ সালে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিতে পা রাখেন মানেকা গান্ধী। এমনিতে

প্রকৃতিপ্রেমিক হিসাবে সারা ভারতে তাঁর পরিচয় কম নয়।

১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আমেথি থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু পরাজিত হন প্রয়াত রাজীব গান্ধীর কাছে। ২০০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিজেপি-তে যোগদান করেন। এবারের লোকসভা ভোটে পিলভিট থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন শ্রীমতি মানেকা। এই

ফঃ ৫

নিয়ে তিনি ৭ বারের সাংসদ। বর্তমানে তিনি মোদীর মন্ত্রিসভার মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রী।

স্মৃতি ইরানী : পেশায় ছিলেন অভিনেত্রী, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী। ২০০৪-এ তিনি বিজেপি-তে যোগদান করেন। যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতি ইরানী দিল্লীর চাঁদনিচক লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা কপিল সিব্বালের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। যদিও তিনি পরাজিত হন। আবার ২০১৪-তে তিনি আমেথি থেকে রাহুল গান্ধীর বিপরীতে দাঁড়ান। সেখানেও পদ্ম ফোটাতে ব্যর্থ হন স্মৃতি। তবে বর্তমানে তিনি দলের সহ-সভানেত্রী। বাবা পাঞ্জাবি, মা বাঙালি, সুতরাং বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি তিনটি ভাষাতেই সাবলীল স্মৃতি। এবার আমেথিতে রাহুল গান্ধীকে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছেন।

নির্মলা সীতারামন : মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য নির্মলা বিজেপি-র

মুখপাত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যাঁকে প্রায়ই রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিতে দেখা যায়, তিনিই বর্তমানে দেশের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী। নির্মলা বাণিজ্য এবং শিল্প, কর্পোরেট বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ সামলাচ্ছেন। তিনি লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য নন। তবে সম্ভবত তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করে নিয়ে আসা হবে। নির্মলা তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েন তিনি এক অন্ধ্র পরিবারের সঙ্গে।

হরসিমরত কৌর বাদল : তুখোড় বাগ্মী। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ

সিং বাদলের পুত্রবধূ হরসিমরত কৌর বাদল। পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংহের এক বিশিষ্ট সেনাপতির তিনি বংশধর। অকালি দলের স্বচ্ছ মুখ বলে পরিচিত হরসিমত। পাঞ্জাবের ক্ষমতাসীন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তিনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি সাংসদ হলেন। দু'বারই ভাতিন্ডা থেকে নির্বাচিত। ৪৭ বছরের হরসিমরত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। এবং ৩ বছরের টেক্সটাইল ডিজাইন নিয়েও পড়াশোনা করেন। এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তিনি শপথ নিলেন এবং মোদীর ক্যাবিনেটে স্থান করে নিলেন। তিন ছেলে-মেয়ের মা হরসিমরত কৌর বাদল দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী।

গুরুশিষ্য

ভারতীয় পরম্পরায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। সেখানে কার্যক্ষেত্রে কখনও দূরত্ব থাকলেও বিচ্ছেদ নেই। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ব্যবহারিক নয়, আত্মিক। আদবানী এবং নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্ক এমনই। গুরু-শিষ্যের মিলনে উভয়েই বিহ্বল।

সবার পাশে সবার সাথে

বিরোধীরা বলে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী। তিনি কিন্তু সকলের মাঝে সবার জন্য। তাঁর কাছে সংখ্যালঘু নয়, মানুষই বড়। তাঁর আইনে তোষণ নেই, রয়েছে উন্নয়ন। সবার জন্য এক আইন, সবার জন্য উন্নয়ন।

মোদীর ক্যাবিনেটে ১১ জনই প্রথমবার মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মোদীর মন্ত্রিসভায় ২৪ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে ১১ জনই প্রথমবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। আবার ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯ জনই কোনও না কোনও রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং তাদেরও মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন—

নীতিন গডকরি : ৫৭ বছরের নীতিন গডকরি দেশের সড়ক পরিবহণ ও জাহাজ মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ সামলাচ্ছেন। এই প্রথমবার নাগপুর থেকে লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদ হোন এবং প্রথমবারেই মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। এর আগে তিনি বিজেপি-র সভাপতির পদও সামলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আবার মহারাষ্ট্রের মন্ত্রীও ছিলেন, সেই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা হিসাবেও মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কাজ করেছেন।

সদানন্দ গৌড়া : ৭০-এর দশকে জনসঙ্ঘের হাত ধরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ। ৬১ বছরের ভি ভি সদানন্দ গৌড়া ২০১১ সালে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং দেশের রেলমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী।

কালরাজ মিশ্র : কালরাজ মিশ্র ১৯৬৩ সালে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের আর এস এস-এর প্রচারক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর জনসঙ্ঘের হাত ধরে রাজনীতির ময়দানে বেড়ে ওঠা। ৭১ বছর বয়সী কালরাজ ১৯৮০, ১৯৮৬ এবং ২০০১-এ রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবেও মনোনীত হন। অবশেষে এই প্রথমবার তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেটে স্থান পান।

নরেন্দ্র সিং তোমর : ১৯৮০ সালে গোয়ালিয়রের বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি ছিলেন। এরপর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারও হন। পরে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন তোমর। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সাংসদ নির্বাচিত হন গোয়ালিয়র থেকে। ৫৬ বছরের তোমর বর্তমানে দেশের খনি এবং ইস্পাত, শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রী।

রাধামোহন সিং : ৬৪ বছরের রাধামোহন সিং ১৯৬৭ সালে বিহারের মোতিহারিতে এবিভিপি-র নগর প্রমুখ হিসাবে কাজ শুরু করেন। তিনি জনসঙ্ঘ এবং বিজেপি-র সঙ্গে বহুদিন জড়িত থাকলেও সেইভাবে উপরের দিকে উঠতে পারেননি। অবশেষে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার কৃষিমন্ত্রী হিসাবে তিনি স্থান পান। এবং এই প্রথমবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন রাধামোহন সিং।

থাওয়ার চাঁদ গেহলট : ৬৬ বছরের থাওয়ার চাঁদ গেহলট রাজ্যসভার সাংসদ এবং বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও পরিচিত। ২০১২ সালের মে মাসে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন। এই প্রথমবার তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে স্থান পেলেন নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায়। তিনি বর্তমানে সামাজিক ন্যায় এবং বিচার মন্ত্রক-এর দায়িত্বে।

হর্ষবর্ধন : দিল্লীর বিজেপি সভাপতি ডাঃ হর্ষবর্ধনও এই প্রথমবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন। গত বছরের ডিসেম্বরে দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে তিনিই ছিলেন বিজেপি-র প্রধান সারথি। আর এস এসের স্বয়ংসেবক হর্ষবর্ধন-এর নেতৃত্বে এবারের লোকসভা নির্বাচনে সব কটি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। ৫৯ বছরের হর্ষবর্ধন বর্তমানে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বে।

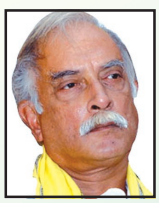

অশোক গজপতি রাজু পশুপতি : জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে ১৯৭৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় প্রথমবার নির্বাচিত হন অশোক গজপতি রাজু। এরপর ১৯৮২ সালে তেলুগু দেশম পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে এই দলের বিধায়ক হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এন.টি রামারাও-এর মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রীও হন। অবশেষে তিনি মোদীর মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বর্তমানে রাজু অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী।

এঁরা ছাড়াও প্রথমবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন নাজমা হেপতুল্লা, স্মৃতি ইরানী এবং হরসিমরত কৌর বাদল।

SUN-ECO TRADING SYSTEMS PVT. LIMITED.

MINES OWNER / CRUSHER

CHANDIL, JAMSHEDPUR

JHARKHAND

গঙ্গার জন্য মোদীই দ্বিতীয় ভগীরথ : উমা

বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতি করছেন মোদী।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় জলসম্পদ বিকাশ ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী উমা ভারতী গত ২৮ মে দায়িত্বভার গ্রহণের পর বলেছেন, নতুন সরকার গঙ্গানদী ও দেশের অন্যান্য নদী সংস্কার ও দূষণমুক্ত করার জন্য নীতিনির্ধারণ করবে। গঙ্গা দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব পেয়ে তিনি জীবনের সবচেয়ে সার্থক দিন হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, রাজা ভগীরথের পর নরেন্দ্র মোদীই এখন গঙ্গা উদ্ধারের প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। উমা ভারতী বলেন, ''ভারত নদীর দেশ। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের সবরমতী নদী সংস্কার করে নবজীবন দান করেছেন।'' গুজরাটে তাঁর এই কাজ দেখে উমা ভারতীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে গঙ্গা-সহ দেশের সমস্ত নদী সংস্কারের এক বলিষ্ঠ নীতি প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করবেন। কার্যভার গ্রহণ করার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ''এই দায়িত্ব পেয়ে আজ আমার জীবন ধন্য হলো। মা গঙ্গার সেবা করার সুযোগ প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ।''

উল্লেখ্য, উমা ভারতী গঙ্গা বাঁচাও অভিযানে অনেকদিন ধরেই যুক্ত থেকে বিভিন্ন জনজাগরণের কাজ করে চলেছেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বারাণসীতে গঙ্গার ঘাট সংস্কারের কাজের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন।

আমার মাথানত করে দাও হে...

আইনসভা তাঁর কাছে গণতন্ত্রের মন্দির। বিধান সভায় প্রথম প্রবেশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর, আবার লোকসভায় প্রথম প্রবেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। বিধানসভায় প্রবেশের সময়ও মাথা নত করেছিলেন, আবার লোকসভায় প্রবেশের সময়ও সেই একই চিত্র।

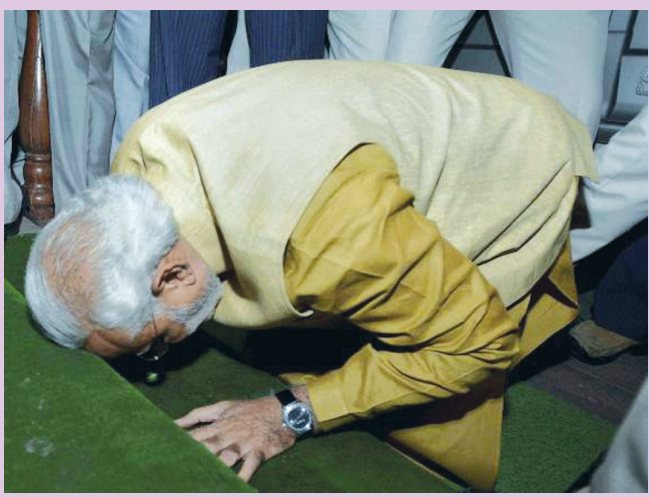

সংসদ ভবনে প্রথম পা রাখার আগে সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন মোদী।

A Well Wisher

৩৭০ ধারা হটানোর পক্ষে জোর সমর্থন

জীতেন্দ্র সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে নিয়ে বিতর্ক জোর শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে মহিলা, ব্যবসায়ী ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ই হলো— জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রাখার কারণে কোনো লোভ হয়েছে কি? রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা ৩৭০ ধারায় তাদের রাজনৈতিক রুটি শুধুই গরম করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৩৭০ ধারা নিয়ে বিতর্কের দাবি তুললে জম্মু-কাশ্মীর মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেন, ৩৭০ ধারা বাতিল করা হলে কাশ্মীর ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ওমরের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে আর এস এস বলেছে, জম্মু-কাশ্মীর কারোর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। কাশ্মীরের পণ্ডিত সমাজ মনে করেন যে ৩৭০ ধারাই তাদের উদ্বাস্তু করেছে। 'পনুন কাশ্মীর'-এর সংযোজক ডঃ অগ্নিশেখর বলেছেন যে, কাশ্মীরের মানুষ বিশেষ সুবিধা পাওয়ায় এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে এই মানসিকতাই বেশি কাজ করেছে। পনুন কাশ্মীরের অন্য গোষ্ঠীর এক প্রধান অশ্বিনী চরঙ্গু বলেছেন, এই ৩৭০ ধারাই কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুনে হাওয়া দিয়েছে। পনুন কাশ্মীরের সভাপতি ডঃ অজয় চরঙ্গু বলেছেন, ৩৭০ ধারা উঠিয়ে দেওয়াই রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। জম্মু-কাশ্মীর বিচারমঞ্চ-এর মহাসচিব হীরালাল ভট্ট ৩৭০ ধারা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, ৩৭০ ধারাকে অস্থায়ী ভাবে যুক্ত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারা একে বিচ্ছিন্নতাবাদ বাড়ানোর কাজে লাগিয়েছেন।

'ভুলি নাই ভুলি নাই'

"...এই তব জীবনের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত।
চলিয়া বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই...।"

বারাণসীতে মদনমোহন মালব্যকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন মোদী।

একশো দিন : দশ অগ্রাধিকার

— দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় অগ্রাধিকার।
— লগ্নি ও পরিকাঠামোর সংস্কার।
— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল, বিদ্যুৎ ও সড়কে অগ্রাধিকার।
— জনমুখী সরকার ও প্রশাসন।
— নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
— সরকারি কাজ ও টেন্ডারে ই-নিলামকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনা।
— আমলাতন্ত্রের উপর বিশ্বাস বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।
— উদ্ভাবনী ভাবনা-চিন্তাকে স্বাগত জানানো ও আমলাদের কাজে স্বাধীনতা দেওয়া।
— সরকারি নীতিতে স্থিতি ও সাম্য বজায় রাখা।
— বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।

Sharada Travels

শ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

Member of: TAAB Travel Agents Association of Bengal

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল – 9874398337

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভযাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
পুরী	ভুবনেশ্বর, নন্দনকানন, ধবলগিরি, খন্ডগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক	৬	১লা সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩৮০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪	৫৮০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর ৭০দিন আগে বুকিং করুন

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস) লাক্সারী ভ্যান/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, মাইল মিটার, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রুকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ী ভাড়া।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com

web : www.calcuttawaterproofing.com

"এশিয়া যেমন জগতের ধর্ম ও নীতির প্রসূতি, ভারতও তেমনি এশিয়ার আদর্শসমূহের জন্মদাত্রী। ভারত যদি নিজের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকত, যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান শোনার জন্য সমগ্র জগৎ অপেক্ষা করছিল, সেকথা শোনাবার অপর কেউ

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
9 June - 2014

মিতবা
নতুন যুগ নতুন আলো

সৌর শক্তি চালিত

৯ ঘন্টা পর্যন্ত আলো প্রতিদিন
(পুরোপুরি চার্জ হলে)

এখন আপনিও হতে পারেন
সম্মানজনক রোজগারের অধিকারি

RAL আপনাকে দিচ্ছে এক সুবর্ণ সুযোগ যাতে আপনি তাদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে পেতে পারেন **নিয়মিত কমিশন**। ইচ্ছুক বেসরকারি সংস্থা (NGO), স্টকিস্ট এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরাও আমাদের ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারেন।

www.beiconfluence.net/ral/688/2014

আরও বেশী জানতে হলে

- ফোনে 1 টাইপ করে 09711361069 নং-এ SMS করুন
- অথবা 09748737867 নং-এ কল করুন

ZAP | GLIDE™ | Purple Turtle Child Care Products | NIPPO

RAL Global brands. Built on trust.

রেডিয়াম্‌স এজেন্সী লিমিটেড
B - 7/2 ওখলা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এরিয়া, ফেজ - 2, নতুন দিল্লী - 110020, ফোন নং. 011-40500800
P-17 মিশন রো এক্সটেনসন, কলকাতা-700013, ফোন নং. 033-6540-6399
ই-মেল : info@ral.co.in, ওয়েবসাইট : www.ral.co.in

দাম : ১৫.০০ টাকা